ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 September, 2023 ■ আগরতলা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশাল পুলিশ বাহিনী, থমথমে পরিস্থিতি

বিজেপি'র সভা ঘিরে জম্পুইজলা অগ্নিগর্ভ

রক্তাক্ত ওসি, আহত নয় বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি এবং তিপ্রামথা দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত জম্পুইজলা টাকারজলা এলাকা! আহত পুলিশ সহ বিজেপি কর্মীরা! সংঘর্ষে রক্তাক্ত ওসি, ভাঙচুর বহু বাইক! বিজেপি প্রদেশ সভাপতির সভা ঘিরে উত্তপ্ত গোটা এলাকা। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য।

সোমবার বিজেপি এবং তিপ্রামথা দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠে সিপাহীজলা জেলা জম্পুইজলা এবং টাকারজলা এলাকা। সোমবার ত্রিপুরার শাসক দল বিজেপি দলের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী জম্পুইজলা ব্লক সংলগ্ন বুকরুই কমিউনিটি হলে ১২ টাকারজলা বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী কিছুদিন ধরেই বিজেপি দলের কর্মী, সমর্থক এবং নেতৃত্বরা টাকারজলা এবং জম্পুইজলা এলাকায় প্রচার চালিয়ে আসছিল। সোমবার বিজেপির এই কার্যকর্তা সম্মেলনে যাতে বিজেপি দলের কেউ না আসতে পারে বুকরুই কমিউনিটি হলে তার জন্য তিপ্রামথা দলের অনেক কর্মী, সমর্থকেরা টাকারজলা এবং জম্পুইজলা সড়কে আটকে রেখেছিল। এরপরেও বিজেপির কিছু কর্মী, সমর্থকরা তিপ্রামথা দলের সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে বুকরুই কমিউনিটি হলে প্রবেশ করে। যথারীতি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল-ডিজেলের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে

আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর।। আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোটের মাধ্যমে জৈব-জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সারা বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে বলে মন্তব্য করেছেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস তথা আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। এক্স-এ ধারাবাহিক বার্তায় তিনি বলেছেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর মন্ত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই উদ্যোগ সারা বিশ্বেই পেট্রল এবং ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে জৈব-জ্বালানি জোট তৈরির ঘোষণার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক জ্বালানি ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। ১৯টি দেশ এবং ১২টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এরই মধ্যে এই জোটে যোগ দিতে রাজি হয়েছে।

জিবিএ হল জৈব-জ্বালানি ব্যবহারে প্রসারের লক্ষ্যে ভারতের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং শিল্প মহলের একটি জোট। জৈব-জ্বালানির বৃহত্তম উৎপাদক এবং গ্রাহকদের এক জায়গায় নিয়ে এসে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আর্থিক বিকাশের পথে এগোনো এই জোটের লক্ষ্য।

জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে জিবিএ-র ঘোষণা পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির অন্বেষণে সারা বিশ্বের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে হরদীপ সিং পুরী মনে করেন।

ভারতে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী এই জোট গঠনে সহায়তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব জেনিফার গ্র্যানহোম, ব্রাজিলের জ্বালানি মন্ত্রী আলেকজান্দ্রে সিলভারিয়া এবং ইউনিকা ব্রাজিলের সিইও ডঃ ইভান্দ্রো গুসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

হরদীপ সিং পুরী বলেন, জি-২০ দেশ গোষ্ঠী এবং ইন্টার ন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, ইন্টার ন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল ইকনমিক ফোরাম, ওয়ার্ল এলপিজি অ্যাশোসিয়েশনের মতো সংস্থার সহায়তায় আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোট সদস্য দেশগুলির মধ্যে এধরনের জ্বালানির বাণিজ্যে গতি আনবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে। কৃষকদের আয়ের অতিরিক্ত উৎস তৈরি হওয়ায় তাঁরা 'অন্নদাতা থেকে শক্তিদাতা' হয়ে উঠবেন। বিগত ৯ বছরে সরকার কৃষকদের ৭১ হাজার ৬ শো কোটি টাকা দিয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ ই-২০ কর্মসূচি রূপায়িত হলে ভারতের তেল আমদানিখাতে প্রতি ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন বিন্দুতে দক্ষতার বিকাশ, জাতীয় নানা কর্মসূচিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতিগত প্রশ্নে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথায় ভাঙ্গন অব্যাহত

পৃথক সত্বা নিয়ে আন্দোলনে নামছে তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। তিপ্রামথা দলের অন্দরে ভাঙন। তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি তিপ্রা মথা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক সত্বা নিয়ে উপজাতিদের সাংবিধানিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টির নেতা শ্রীদাম দেববর্মা। তিনি জানান যে প্রত্যাশা নিয়ে তারা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন তিপ্রামথা দলে শামিল হয়েছিলেন তারা সেই প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়েছে। উপজাতিদের প্রত্যাশা পূরণে তাদের কোন আন্দোলন কর্মসূচি নেই। উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি আন্দোলন করতে বদ্ধপরিকর। শ্রীদাম বাবু জানান সংবিধানের ২ এবং ৩ ধারায় আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার আদায় করতে চায়।

প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন দল সাংবিধানিক দাবি আদায়ে মোটেই আগ্রহী নয় বলেও তারা মনে করেন। তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। তিপ্রামথা দলে থেকে এই দাবি আদায় করা কোনদিনই সম্ভব হবে না বলেও তারা মনে করেন। সে কারণেই তারা পৃথক সত্বা নিয়ে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের সভাপতি সম্পন্ন উপজাতি অংশের জনগণকে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য তারা আহ্বান জানান। শ্রীদাম দেববর্মা এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তিপ্রামথা থেকে আলাদা হয়ে গেলেন শ্রীদাম, দীনেশ দেববর্মা সহ আরও অনেকে। সোমবার শ্রীদাম দেববর্মার নেতৃত্বে পুনরায় 'তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টিকে' উজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। এদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টির কনভেনার শ্রীদাম দেববর্মা এবং পার্টির অন্যতম সদস্য দীনেশ দেববর্মা। কেন তারা তিপ্রামথা থেকে আলাদা হয়েছেন? তার কারনও তুলে ধরেন তারা। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন আগামী দিনে উপজাতিদের দাবি আদায়ের আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে।

বাড়লো এনএইচএম কর্মীদের বেতন ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। বর্ধিত হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের বেতন ভাতা। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশীষ বসু। তিনি জানিয়েছেন রাজ্যে নির্বাচনের আগে থেকেই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু নির্বাচনের জন্য এই বিষয়টি পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উপনির্বাচন শেষ হতেই গভর্নিং কমিটির মিটিং বসে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়।

বিস্তারিত বলতে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশীষ বসু জানিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মী এবং সরকারী কর্মীদের মধ্যে বেতনের একটি ফারাক রয়েছে। এটিকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সেই কারনেই এই বেতন ভাতা বৃদ্ধি করার আবেদন করা হয়েছিল। তিনি এও জানান, জেলাভেদেও এই বেতনের অমিল ছিল। সব জেলার এনএইচএম কর্মীদের সমান বেতন ভাতা ছিলনা। এতদিন কর্মীদের মূল বেতনও অনেক কম ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন পুরানো এবং অভিজ্ঞ কর্মীরা যেন সমান বেতন পায় সেই হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘর্ষে চুপ থাকবে না, প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সিনহা এবং বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন নেতৃত্বরা।

রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সিনহা এদিন রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান এনএইচএম কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য।

তিনি বলেন রাজ্য সরকারের এই বেতন বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হয়েছেন ২০৫১ টি পরিবার। তিনি বলেন ৫ শতাংশ থেকে ৮১ শতাংশ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরমধ্যে যারা একেবারেই কম বেতন পেতেন তাদের সব থেকে বেশি বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে আজ জম্পুইজলা টাকারজলায় ঘটে যাওয়া বিজেপি এবং তিপ্রা মথার সংঘর্ষ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন বিজেপি মুখপাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্ধকারে ঃ আশিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় অন্ধকার নেমে এসেছে বলে অভিযোগ তুলে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা। তার কথায়, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোর অভাব প্রভৃতি ইতিমধ্যেই নজিরবিহীন রূপ নিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস নেতারা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে মাত্র এক দু"জন শিক্ষক দিয়ে সব ক্লাস চালাতে হচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি পরে রয়েছে। তাছাড়া ১০৩২৩ এর চাকুরী অবসানের পর তাদের পদগুলিও পূরণ করা হচ্ছে না। অন্যদিকে হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারি বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থা আরো শোচনীয়। কারণ গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের পদগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পূরণ করা হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিপর্যয়ের মধ্যেই বাংলা মাধ্যম বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে সি. বি.এস.সি-র ফরমান শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ এবং চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে। ফরমান অনুযায়ী এই স্কুলগুলিতে বাংলা মাধ্যমে বোর্ড পরীক্ষা দেওয়া যাবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ বর্তমানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের এখন থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে হবে। তারা আর সি.বি.এস.সি - র ছাত্র বলে গণ্য হবে না। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর অজ্ঞতার কারণেই যে রাজ্যের ৮৩ টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আধ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ কিশোর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকারের তৎপরতায় অভিযোগ জানানোর মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে কিনারা হলো এক নিখোঁজ এর ঘটনার। পুলিশী অভিযানে মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে বহিঃ রাজ্য থেকে কল্যাণপুর থেকে পালিয়ে যাওয়া এক কিশোর কে উদ্ধার করা হলো। তার নাম অভিজিৎ বর্মা (১২)। রবিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএলএম প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

গুণগত শিক্ষাদানে সরকার দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি তৈরী করা এবং প্রক'ত অর্থে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার কোনো ধরণের আপোষ করবে না। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালস (টিএলএম) প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়ার্কশিটের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আটটি জেলার টিএলএম সামগ্রীর প্রদর্শনী স্টলগুলো পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে মত বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের ৫ জলাই দেশব্যাপী নিপুন মিশন চালু করা হয়। রাজ্যে ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর 'নিপুন' ত্রিপুরা চালু করা হয়। 'নিপুন' ত্রিপুরার সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষকদের উপর। শিক্ষকরাই হচ্ছেন এই মিশনের মূল চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে 'নিপুন' ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন শিক্ষণ ও শেখার সামগ্রী (টিএলএম) ব্যবহার করে উদ্ভাবনী ভাবনায় শিক্ষাদান করতে সক্ষম হচ্ছেন। সম্পতি পুণেতে জি-২০ সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের ৪ সদস্যের একটি টিম ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করে এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্টে 'নিপুন' ত্রিপুরার বিষয়টি তুলে ধরেন। রাজ্যের শিক্ষকদের দ্বারা তৈরী টিএলএম সামগ্রীগুলি বিশেষভাবে প্রশংসিতও হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিভিন্ন কর্মসুচি রূপায়ন করছে। বিভিন্ন বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষার তারতম্য মেটাতে ২০১৯-২০ সালে এনসিইআরটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসি'র ভেতরে কাউন্টারে ওষুধের দাম বাজারের চেয়েও চড়া, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। হাঁপানিয়াসিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জেনেরিক ঔষধের কাউন্টার থাকা সত্বেও বহিঃরাজ্যের এক ব্যবসায়ী বিনা টেন্ডারে আরেকটি ঔষধের কাউন্টার খুলেছে। সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, বাইরে যে ঔষধের দাম ১০০ টাকা, ওই কাউন্টারে ২৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেওয়ার নামে আরও বেশি দাম রাখা হচ্ছে। রোগীরা না বুঝেই ঠকছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার হাঁপানিয়া হাসপাতালের বাইরে থাকা সমস্ত ঔষধ দোকানের মালিক পক্ষ একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ডেপুটেশন প্রদান করে।

ধনী গরিব বিচার করে রোগ ছড়ায় না। রোগ হলে তার থেকে মুক্তি পেতে মানুষ ছুটে যায় চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু সাধ্যমত চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে উঠতে গিয়ে দেখা যায় চিকিৎসা পরিষেবা যেন আজকালকার দিনে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তারপরও মানুষ সরকারি হাসপাতালগুলিতে ছুটে যায় যদি কিছুটা হলেও কম অর্থ ব্যয় করে পরিষেবা পেতে পারে। কিন্তু হাসপাতালগুলির মধ্যে জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার নামে এবং হাসপাতালের বাইরে যে সব ঔষধের দোকান রয়েছে সেগুলি রোগীর পরিবারের পকেট কাটতে আগে থেকেই খাপ পেতে বসে রয়েছে। এর উপর কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই প্রশাসনের।এমনই অভিযোগ উঠে আসছে প্রতিনিয়ত। এরই মধ্যে হাঁপানিয়া হাসপাতালের ভেতর জেনেরিক ওষুধ ব্যবসায়ীরা রোগীদের কাছে চড়া দামে ওষুধ বিক্রি করছে বলে অভিযোগ উঠে সোমবার। এই জেনেরিক ওষুধ দোকান যাতে অতি শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া হয় তার দাবি জানিয়ে সোমবার হাঁপানিয়া হাসপাতাল সুপারে নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন হাসপাতাল সংলগ্ন ওষুধের দোকানের মালিকরা।

জানা যায়, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাপানিয়ার হাসপাতালের বাইরে প্রায় ৩০ জন ঔষধ ব্যবসায়ী দীর্ঘ বৎসর যাবৎ ঔষধ ব্যবসা করে চলেছে। কিন্তু গত এক মাস আগে হাঁপানিয়া হাসপাতালের ভেতরে IRAYS MEDTECH SOLUTIONS নামে এই সংস্থা জেনেরিক কাউন্টার খুলেছে। কিন্তু দেখা গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩২৯ ▫১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং▫ ২৫ ভাদ্র ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জি-২০ ম্যাজিকে উত্থান শেয়ার বাজারে !

জি-২০ সম্মেলনে শেষে ম্যাজিক দেখাইতেছে শেয়ার বাজার। টানা সপ্তম দিন ঊর্ধ্বগতি বজায় রাখিল সেনসেক্স। সপ্তাহের প্রথম দিন ৫২৮.১৭ পয়েন্ট লাভ করে ৬৭,১২৭.০৮ পয়েন্টে শেষ করিল সেনসেক্স। অন্যদিকে প্রথমবার ২০ হাজারের ঊর্ধসীমা অতিক্রম করিল।বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে শীর্ষে থাকা ইউটিলিটির লাভের পরিমাণ ২.৪৩ শতাংশ। এর পর রহিয়াছে যথাক্রমে টেলিকম, পাওয়ার, অটো। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে এই তালিকায় রহিয়াছে সরকারি ব্যাংক, মেটাল, অটো। নিফটিতে সরকারি ব্যাংকের লাভের পরিমাণ ৩.১৩ শতাংশে পৌঁছিয়াছে। সব মিলাইয়া ৫২৮.১৭ পয়েন্ট লাভ করিয়া ৬৭,১২৭.০৮ পয়েন্টে শুক্রবার শেষ করিল সেনসেক্স।নিফটিতে লাভের তালিকায় রহিয়াছে আদানি পোর্ট, আদানি এন্টারপ্রাইজ, পাওয়ার গ্রিড, অ্যাপোলো হসপিটালস। নিফটি সর্বকালের ঊর্ধসীমা ২০০০৮.১৫ পয়েন্টে পৌঁছিয়াছে। একদিনে লাভের পরিমান ১৮৮.২ পয়েন্ট কিংবা ০.৯৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, সেনসেক্সে সর্বাধিক লাভ করিয়াছে পাওয়ার গ্রিড, অ্যাক্সিস ব্যাংক , মারুতি সুজুকি, এইচসিএলটেক, স্টেট ব্যাংক। সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনের ছাপ পড়িয়াছে শেয়ার বাজারে, এমনটাই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। সদ্য সামাপ্ত শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য-ভারত বাণিজ্য করিডরে সহমত হইয়াছে একাধিক দেশ। যাহা ভারতের দেড়শো কোটি জনতার বাজারকে প্রভাবিত করিবে বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

শেয়ার বাজার সপ্তাহের শুরুতেই বিরাট লাফ দিল। শেয়ার বাজার খুলিতেই উত্থান হইতে শুরু করে। দিনের শেষে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে নিফটি ২০ হাজারের গণ্ডি ছাড়াইয়া গেল। একইসঙ্গে বৃদ্ধি হইল সেনসেক্সেরও। সোমবার বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স পৌঁছল ৬৭৫৭১-এ।রাজধানী দিল্লিতে সম্প্রতি বসিয়াছিল মেগা ৬২০ শীর্ষ সম্মেলন। তাহা শেষ হওয়ার একদিন পরেই শেয়ার বাজারে সূচক সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়িল। নিফটি সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছল এদিন। ২০ হাজার পয়েন্ট অতিক্রম করিয়া ছাড়াইয়া যায় নিফটি ৫০-এর শেয়ার সূচক। তবে শেয়ার মর্কেট বন্ধের সময়ে তাহা নামিয়া আসে ২০ হাজারের ঠিক নিচে। শেয়ার বাজার টানা সপ্তমদিন অগ্রগতির ধারা বজায় রাখিল। তাহার ফলেই নিফটি ২০ হাজারের গণ্ডি ছুঁইয়া ফেলিতে সমর্থ হইল। সর্বকালের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছিয়াছে নিফটি। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের পরেই এই উত্থানে বিনিয়োগকারীরাও আশাবাদী।বিএসই সেনসেক্স শুক্রবার বন্ধ হইয়াছিল ৬৭১২৭-এ। এদিন তাহা আরও বাড়িয়া ৬৭,৫৭১.৯০-এ পৌঁছায়। এদিকে এশিয়ান বাজার, সাংহাই লাভের মুখ দেখিয়াছে। সিউল, টোকিও এবং হংকং-এর শেয়ার কম লেনদেন করিয়াছে। শুক্রবার মার্কিন বাজার সবুজে শেষ হইয়াছে।গ্লোবাল অয়েল বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৮ শতাংশ কমিয়া ৯০.৪৯ ডলার হইয়াছে ব্যারেল প্রতি। জুনের শেষ সপ্তাহ থেকেই তরতরিয়ে বাড়িতেছে সেনসেক্স ও নিফটি। বর্তমানে তা সর্বকালীন রেকর্ড গড়িয়া নয়া উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে।

এবার মহালয়াতে সূর্যগ্রহণ, বিগত ১০০ বছরে এই প্রথম

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোর প্রহরগোনা প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো। মহালয়াতেই পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়।

তবে এবারের মহালয়াটা বাকি বছরের মহালয়ার থেকে অনেকটাই আলাদা হতে চলেছে। কারণ এবারের মহালয়াতে হতে চলেছে চন্দ্রগ্রহণ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বিগত ১০০ বছরের সময়কালে যা হয়নি, সেটাই হবে। মহালয়ার দিন সূর্য্যগ্রহণের সাক্ষী থাকবে গোটা দেশ তথা বাংলা। আগামী ১৪ অক্টোবর মহালয়া। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ শুনে ঘুম ভাঙবে বাংলার। কার্য্যত সেই দিনই ঢাকে কাঠি পড়বে পুজোর উৎসবের। আবার এই দিন পিতৃতর্পণের দিন।

আর এদিনই হতে চলেছে সূর্য্য গ্রহণ। এই গ্রহণ হবে বলয়গ্রাস গ্রহণ। সূর্য্যকে দেখতে লাগবে কঙ্কণের আকৃতির মতো। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গ্রহণ স্পর্শ করবে সূর্য্যকে। রাত ২টো ২৫ মিনিটে পর্য্যন্ত গ্রহণ থাকবে। তবে ভারত থেকে এই সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাবে না।

প্রতি বছরই সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়। এবারে মোট চারটি গ্রহণ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ। ইতিমধ্যেই একটি সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরের দ্বিতীয় সূর্য্যগ্রহণ পড়েছে মহালয়ার দিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর। সূর্য্যগ্রহণের দিন ১৫ পর আবার ২৯ অক্টোবর দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ।

ভারতে দেখা না গেলেও, কানাডা, উত্তর আমেরিকা, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, কলোম্বিয়া, কিউবা, পেরু, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, ডোমিনিকা, বাহামা থেকে সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাবে।

নিয়োগ মামলায় এবার গোপন জবানবন্দির আর্জি

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : টাকা দিয়ে সরকারি চাকরি পেতে চেয়েছিলেন যাঁরা, এবার তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করাতে চায় সিবিআই। তবে গোপনে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই আলিপুর আদালতে এ বিষয়ে একটি আবেদন করা হয়েছে। তাতে সিবিআই চারজন চাকরিপ্রার্থীর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করানোর অনুমতি চেয়েছে আদালতের কাছে। এই প্রথম নিয়োগ মামলায় চাকরিপ্রার্থীদের গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করাতে চাইল সিবিআই। যে চার চাকরিপ্রার্থীর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করার কথা আদালতকে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি, তাদের সঙ্গে অবশ্য আগেও কথা বলেছে সিবিআই। নিয়োগ মামলার শুনানি চলাকালীন আদালতে সিবিআইয়ের সামনেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এই চাকরিপ্রার্থীরা।

সিবিআই সূত্রের খবর, এঁদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঘুর পথে চাকরি পেতে কী পদ্ধতিতে টাকা দিতে হয়েছিল তাঁদের? কোথা থেকে কী ভাবেই বা জেনেছিলেন এ ব্যাপারে? কারা এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের সঙ্গে?

সূত্রের খবর, আদালত যদি সিবিআইয়ের গোপন জবানবন্দির আবেদন মঞ্জুর করে, তবে ওই চাকরিপ্রার্থীদের এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আবার জানাতে হতে পারে ম্যাজিস্ট্রের সামনে। তবে এর পাশাপাশি অন্য প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হতে পারে। তবে যেহেতু এই প্রথম নিয়োগ মামলায় সিবিআই এই চাকরিপ্রার্থীদের গোপন জবানবন্দির আবেদন করেছে, তাই তাঁদের বক্তব্য এবং তা থেকে কী তথ্য উঠে আসতে পারে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

কলকাতার বইমেলার ডায়েরি

দীর্ঘকালের দুঁদে আমলা থেকে সাংসদ হরেক পরিচয় জহর সরকারের। লেখক-গবেষক হিসাবেও রয়েছে বিশেষ পরিচিতি। বহুবছর ধরেই নামী নানা দৈনিকে লেখালেখি করেন। প্রাক্তন এই দুঁদে আমলার লেখা 'তেরো পার্বনের ইতিকথা' সাড়া ফেলেছে পাঠকমহলে। বেশ কিছু গুণীজনের উপস্থিতিতে সম্প্রতি দে'জ পাবলিশিংয়ের বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন অভিনেতা মনোজ মিত্র। লেখকের নিজের কথায়, ''অনেক দিন ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিভিন্ন ধর্মের প্রধান উৎসব ও অনুষ্ঠানের উপর আমি লিখেছি। বেশ কয়েকজন বন্ধু আমায় বলেছেন এই প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন হওয়া উচিত। তাঁরা জেনে খুশি হবেন অনেক প্রতীক্ষার পর, সংকলনটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হল। আমাদের নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বিশদ খবর আমরা অনেকে রাখিনা। ১ বৈশাখ থেকে জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া থেকে রামনবমী, ইদ উল ফিতর, রমজান প্রতিটির কথাই আমরা জানি। কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত উৎস ও আচারের বিশদ জানি না। এই বইয়ে বর্ণনার পাশাপাশি সেগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।'' এই মুহূর্তে বাংলায় দেশের অন্যতম সেরা অনুবাদক হলেন অরুনাভ সিনহা। বইমেলায় প্রবলভাবে আছে তাঁকে নিয়ে আলোচনা। মূলত কলকাতার ছেলে। বালিগঞ্জ থেকে সাংবাদিকতার সূত্রে দিল্লি চলে যায়। অনলাইন এডিটিংয়ের আঁতুরঘর থেকেই এই ক্ষেত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত। নামী একাধিক পত্রিকার অনলাইনের দায়িত্বে ছিলেন। এখন অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর অধ্যাপক। তাঁর বিষয়ে বিশেষ পরিচয় হচ্ছে কিন্তু অনুবাদক হিসেবে। মেলায় তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত নাম। শঙ্করের 'চৌরঙ্গী' অনুবাদ করে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তার পর একের পর একে একে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ('দুর্গেশনন্দিনী') থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন থেকে হালের সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন। পেঙ্গুইন' অরুনাভকে দিয়ে বে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়েছিল। অনুবাদ ওঁর এতটাই নেশা যে বন্ধুরা বলেন, ছেঁড়া ঠোঙা পড়ে থাকতে দেখলে সেটাও ও অনুবাদ করে ফেলবে। হার্পার কলিন্স থেকে প্রকাশিত 'গ্গুথ্দ্বথ্ঠ্থ ত্ল্ত্রাদ্রদ্রত্ম ২০২১'' বইটি এবার মেলায় অনুবাদ করেছেন। এটি তাঁর জীবনের প্রথম রাজনৈতিক ননফিকশন অনুবাদ। কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা বইমেলায়নজর কাড়ছে সম্রাট চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা উৎসব। আজ কলকাতার দুর্গা পুজো 'ইউনেস্কো'-র সুবাদে বিশ্বজনীন। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানিনা বাংলার দুর্গা উৎসবের ইতিহাস ৪৩২ বছরের পুরনো। ১৫৯০ সালে অবিভক্ত বাংলার রাজ উদয় নারায়ণ যে পরিকল্পনা করেছিলেন ১৬০৬ সালে তাঁর নাতি রাজা কংস নারায়ণ দেশের প্রথম দুর্গা উৎসবের সূচনা করেন। এখনকার বাজারমূল্যের ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সূচনা হয়েছিল সেই উৎসবের। সেই উৎসবের খুঁটিনাটি থেকে পরাধীন ভারতের দুর্গা উৎসবের তাৎপর্য, বাবুকালচার থেকে নকশাল আমল হয়ে বর্তমানের থিম পুজো। ৪৩২ বছরের যাত্রাপথ, বইয়ের মলাটে গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে সাংবাদিক সম্রাট চট্টোপাধ্যায়ের পুজো সিরিজের সপ্তম বইটিতে। বাড়তি পাওনা শহরের ৫০টি বনেদি বাড়ির পুজোর অজানা উপাচার। বইটির অন্যতম সম্পদ চিত্রশিল্পী গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মনকাড়া চিত্রণ। 'নেতাজির পথই ভারতের পথ'। বইমেলায় সম্প্রতি আয়োজিত হল এই শিরোনামে আলোচনাচক্র। উদ্যোক্তা জয়শ্রী প্রকাশন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার মুক্তমঞ্চে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল দেব সাহিত্য পরিষদ এবং চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল পুলিশ ব্যান্ড, গিল্ডের সহযোগিতায় 'সুভাষ রচনাবলীর' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। জয়শ্রী জয়যাত্রা ও নেতাজি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন ডা. শংকর কুমার চ্যাটার্জী ও ডা. মধুসূদন পাল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দর সহযোগিতায় ছিল নৃত্য আলেখ্য : তাসের দেশের নির্বাচিত অংশ। ধন্যবাদ জানান বিজয় কুমার নাগ। কলকাতা বইমেলায় ২ নং গেট দিয়ে প্রবেশ করে সামনেই মুক্ত মঞ্চ। বিধান রায়ের মূর্তির উল্টো দিকে ২ নং গেটের কাছে জয়শ্রী প্রকাশনা। প্রতিষ্ঠানের বয়স অর্ধশতাব্দী হল, কিন্তু এর প্রেরণা 'জয়শ্রী' পত্রিকার ৯০ বছর হল। বইমেলার বইয়ের তালিকা মহাকাল কথন (ডা.পবিত্র মোহন রায়, ৩৫০/-), নেতাজি থেকে ভগবানজি (ডা. মধুসূদন পাল, ২০০/-)রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র (সমর গুহ, ১২৫/), বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু (মনোরঞ্জন ঘোষ, ১০০/-) প্রভৃতি। এ ছাড়া সুভাষ রচনাবলী : সম্পাদক সুনীল দাস, উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ৬ খণ্ড প্রতিপন্ন (৫০০/-) সম্পাদক সুনীল দাস। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছে সূত্রধর। সূত্রধরের কাণ্ডারি সুমন ভৌমিক। অফিস এবং বাড়ি বাগবাজারে। বাবা মাণিক ভৌমিক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী। বাগবাজারের সাবেকি বাড়িতে থাকেন সুমন। একতলায় অফিসঘর, চারিদিকে বই, লোহার র্যাক। অন্য রকম পরিবেশ। বিদ্যাসাগরীয় চটি পড়েন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। মাঝেমধ্যে দেখলে মনে হয় একটা ঊনবিংশ শতাব্দীর চরিত্র। শুদ্ধ তৎসম শব্দ ভাষায় কথা বলেন। অতীতের বা পুরনো দিনের পন্ডিতদের বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণদেবের একান্ত ভক্ত সুমন। কেবল দীক্ষিতই নন, মিশনের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত যান। ঠাকুরের বাণীর মধ্যে ডুবে থাকার বা প্রচারের চেষ্টা করেন। ভাল গায়ক। বিশেষত ঠাকুরের গান সুন্দর পরিবেশন করেন। ভারতের হিন্দু সংস্কার বা ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুনর্গঠন, পুনরুদ্ধার, পুনরুদ্ধার নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন। বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীদের এক পুনর্মিলনে আজকের দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল। সেটির ভিত্তিতে তিনি একটি দৈনিকে প্রবন্ধ লেখেন। সেটি বই আকারে প্রকাশ করেন সুমন। এবারের মেলাতেও সূত্রধর প্রকাশ করল শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর জয়ন্ত ঘোষালের লেখা একটি বই। গত দু' বছর লিটল ম্যাগাজিন মেলায় অংশ নিলেও কলকাতা বইমেলায় এই প্রথম অংশ নিয়েছে বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়। বর্তমানে সেই বাড়িতেই গড়ে উঠেছে বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। বঙ্কিম গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে চলেছে। যুক্ত বহু গবেষক, লেখক। নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে কেন্দ্রের মুখপত্র 'বঙ্গদর্শন'' ও বিভিন্ন বই। এদের স্টল নম্বর ২৬২। কেন্দ্রের কিউরেটর গৌতম সরকার জানান, এটি সরকার পোষিত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন বহু উৎসাহী পাঠক আসছেন আমাদের স্টলে। বঙ্কিমসাহিত্যের তন্নিষ্ঠ পাঠক এবং গবেষকরাই বেশি। বই, মুখপত্র সংগ্রহ করছেন। ভাল বিক্রি হচ্ছে ''বঙ্গদর্শন'' ৬-৭, নীহাররঞ্জন রায় শততম জয়ন্তী সংখ্যা, 'বঙ্গদর্শন'' ১৭-১৮ মিউজিয়াম সংখ্যা, রতনকুমার নন্দী সম্পাদিত ''বঙ্গদর্শন'' ১৯ সংখ্যা, পাশাপাশি 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি', 'বঙ্কিম চর্চার নানাদিক, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ''বঙ্কিম পরিবারের মেয়েদের চিঠি'' ইত্যাদি বই। এছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ ১০ শিল্পীর কণ্ঠে ''বন্দেমাতরম'' সংগীতের বিরল সিডি। অনেকেই সংগ্রহ করছেন। বিক্রি হচ্ছে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরিজন' ছবির অ্যালবামটিও। সব মিলিয়ে প্রথমবার কলকাতা বইমেলায় অভিজ্ঞতা ভালই।

এক দিন প্রতি দিন

বহু দিন ধরে নিষ্পেষিত ও অবহেলিত থাকায় মেয়েদের প্রকৃত আত্মমর্যাদাবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক ছদ্ম মর্যাদাবোধ। প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। নারী অধিকার নিয়ে ঘরে-বাইরে আলোচনা হয়। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের চিত্রটি প্রায় একই থেকে যায়। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সামগ্রিক ভাবে আজও নারীর সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত নীচে। আজও কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা, কন্যাসন্তানে পিতামাতার অনীহা, পণপ্রথা, নারী সাক্ষরতার হার, কর্মক্ষেত্রে নারীর যোগদানের হার, বাল্যবিবাহ, গার্হস্থ হিংসা, নারী পাচার প্রভৃতি ঘটে চলেছে। যা বোঝায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছায়া নারীদের জীবনে আজও কতটা দীর্ঘ। ধরেই নেওয়া হয় যে, মেয়েরা দুর্বল, জটিল চিন্তা ও সমস্যার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী, অনুকম্পার পাত্রী, কখনওই পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। মেয়েদের সম্পর্কে প্রচার করা হয় অসংখ্য নেতিবাচক মনোভাব মেয়েরা নাকি নিজেদের শুধুমাত্র প্রসাধন ও ঘরোয়া বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ভালবাসে, সংসার প্রতিপালন তাদের একমাত্র কাজ ইত্যাদি। এই কথাগুলো অধিকাংশ মানুষের মনে আজও যেন গেঁথে আছে। বহু ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষা লাভ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পরও সংসারের দায়দায়িত্ব এবং একঘেয়েমি থেকে তাদের মুক্তি মেলে না। অথচ, সংসার কতটুকু নিরাপত্তা দেয় মেয়েদের? তথ্য বলছে, গত ৫০ বছরে ভারতে সাড়ে চার কোটি শিশুকন্যা 'মিসিং'। অর্থাৎ তাদের থাকার কথা, কিন্তু নেই। তার মধ্যে ২০১৩-২০১৭ সালের মধ্যে প্রতি বছর ভারতে 'হারিয়ে গিয়েছে' অন্তত ৪ লক্ষ ৬০ হাজার শিশুকন্যা। এর চেয়ে বেদনাদায়ক কী হতে পারে। বহু দিন ধরে নিষ্পেষিত ও অবহেলিত থাকায় মেয়েদের প্রকৃত আত্মমর্যাদাবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক ছদ্ম মর্যাদাবোধ। আজও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের দায় শুধুমাত্র মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকায় মেয়েদের মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এগুলি তাদেরই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। এমন ধারণাকে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় বলে মনে হয়। সমাজকে যে দিন এই বৈষম্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত করা যাবে, সে দিনই দেশ প্রকৃত উত্তরণের পথে এগিয়ে যাবে।১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি দেয়। তার আগে নারীদের দীর্ঘ আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস আছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। বহু নারী শ্রমিক সুতোকলে, পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেন। এই শ্রমিকদের অবর্ণনীয় শোষণ-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। খুব কম মজুরি, ১৭-১৮ ঘণ্টা কাজ, কখনও একটানা ৩০ ঘণ্টা কাজ করার পর মৃত্যুও হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি ও দারিদ্রের শিকার মেয়েদের অপুষ্টিতে ও অধিক পরিশ্রমের ফলে মৃত্যু হয়েছে। নানা দাবি নিয়ে মিছিল করলে সেই মিছিলে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। নারীদের ভোটাধিকারের দাবি, সমানাধিকারের দাবি, সমকাজে সমমজুরির দাবি, এগুলো আজও অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। শিক্ষার অধিকার দীর্ঘ সংগ্রামের ফলেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে মেয়েরা, যদিও অনেকেই আজও সাক্ষর নয়। আজও মহিলা শ্রমিকরা মজুরিতে বৈষম্যের শিকার, যৌন নির্যাতনের জন্য নিরাপত্তাহীন। হয়তো কিছু মেয়ে রেল, বিমান, গাড়ি চালক হয়েছেন। অফিস-আদালত থেকে মহাকাশযাত্রা, সর্বত্র মেয়েদের নাম অবশ্যই শোনা যায়। তবে সেগুলো ব্যতিক্রম মাত্র। বেশির ভাগ নারীকে আজও গার্হস্থ নির্যাতনের শিকার হতে হয়। উঠতে-বসতে, ডানে-বামে, এমনকি ঘর থেকে বেরোতেও বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এর থেকে মুক্ত হতে পারার সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই নারী দিবস পালন করলে তা যথার্থ হয়।''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'' কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারীর অবদানের কথা এ ভাবেই বলেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার। তাই অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নামা ছাড়া কোনও গতি থাকে না মেয়েদের। নারীবাদী আন্দোলনে বহু পুরুষও স্বেচ্ছায় শরিক হয়েছেন, নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠ সমর্থন করেছেন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে আছে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা। এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে এই কল্পনায়। যুদ্ধ বিক্ষোভে দীর্ণ, ধর্মসন্ত্রাসে বিপর্যস্ত, পরিবেশ দূষণের বিষবাষ্পে দূষিত সভ্যতার এই সঙ্কট থেকে যদি মুক্তিলাভ করতে হয়, তবে পুরুষকেও নারীদের আপন সংস্কৃতি কিছুটা আত্মস্থ করতে হবে। সমাজ ও সভ্যতাকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, তা হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতার মূল্য। যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা যুদ্ধকে আশ্রয় করে পালিত ও বর্ধিত, সেখানে পুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সঙ্কট মোচন করার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতি ও সমাজনীতির এক বিকল্প আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার সদিচ্ছা, যার কেন্দ্রে থাকবে সহৃদয় সহযোগিতা। আর সেখানে নারীর সবিশেষ ভূমিকার কথা সকলের কাছেই মান্যতা পেয়েছে। তাই সমাজ ও সভ্যতার স্বার্থে নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে চলতে হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বিবিধ ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্যের স্বীকৃতি দান, এবং নারী-পুরুষ সমানাধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৮ মার্চ দিনটি চিহ্নিত। যদিও প্রায় প্রতি দিনই নারীর অবমাননা ও তাদের প্রতি অবহেলা ও বৈষম্যের সংবাদ প্রকাশ্যে আসে। নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু ঘটনার খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি। আমার এক দূরসম্পর্কের বোন কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তার শ্বশুর সর্বসমক্ষে আক্ষেপ করেন। তাঁর বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তা তাঁকে গ্রাস করেছিল। পরবর্তী কালে আমার বোন শারীরিক ভাবে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বেশ কয়েক বার সন্তানসম্ভবা হতে এক প্রকার বাধ্য করা হয়েছিল। শেষে পুত্রসন্তানের জন্ম দিলে সেই প্রচেষ্টার ইতি ঘটে। অফিসের অনুজ এক সহকর্মীর জীবন বিমা পলিসিগুলো নথিভুক্ত করে দিতে গিয়ে দেখলাম, তাঁর নিজের এবং স্ত্রী ও পুত্রের নামে একাধিক পলিসি আছে। কিন্তু প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, মেয়ের নামে কোনও পলিসি নেই। এই আচরণের কোনও সদুত্তর তো তাঁর কাছে ছিলই না, বরং তাঁর নিরুত্তাপ ভাব দেখে মনে হল সেটাই স্বাভাবিক।পরিশেষে আমার অত্যন্ত পরিচিত একটি মেয়ের কথা বলব। মেয়েটির জন্মসংবাদ শুনে, প্রভূত স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী তার বাবা 'প্রথমেই মেয়ে?' কথাটি বলে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। মেয়েটি কিশোরী বয়সে তার মাতামহীর কাছ থেকে সেই হৃদয়বিদারক 'সত্যি' কথাটি জেনেছিল। সেই মেয়ে ১৮ পার হতেই, 'দাবিহীন পাত্র' খুঁজে 'কন্যাদায়'মুক্ত হয়েছিলেন তার বাবা। কারণ তত দিনে তিনি এক পুত্রসন্তানের পিতৃত্ব লাভ করেছেন। তথাকথিত শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, এমনই বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। বর্ণিত ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন হিসেবে ধরে নিলেও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়ে যায়। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিবর্তে, তাদের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে স্বীকার করে, সেগুলোর বিকাশে সহায়তা করতে পারলে সমাজ-সংসার আরও সমৃদ্ধ হত।

'বাদুড় বোমা' ! কেন সফল হয়নি এই গোপন মারণাস্ত্র ?

বাদুড় বললে প্রথমেই কী মনে পড়ে? অন্ধকার রাতে সাদা ধবধবে চাঁদের শরীর জুড়ে উড়ন্ত কালো ছায়া। ভ্যাম্পায়ারের অতিলৌকিক জগৎ। কিংবা যদি আপনি ডিসি কমিকসের ভক্ত হন, তাহলে অবশ্য মনে পড়বে অপরাধ দমনে জীবন উৎসর্গ করা ব্যাটম্যানকে। কিন্তু এসবই তো গল্পকথা। সত্যি সত্যিই কিন্তু জাপানের আকাশ থেকে মৃত্যুর মতো নেমে আসার কথা ছিল সারি সারি বাদুড়দের। বাদুড় নাকি মৃত্যুদূত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এমনই পরিকল্পনা ছিল মার্কিনিদের। যদিও এই মোক্ষম তুরুপের তাসটি আর খেলতে হয়নি। ম্যানহাটন প্রোজেক্টের সাফল্যে হিরোসিমা নাগাসাকিতে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, সেকথা নতুন করে বলা প্রয়োজনহীন। কিন্তু যদি ইতিহাস অন্যদিকে বাঁক নিত? তাহলে সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে সারি সারি বাদুড়কে নেমে আসতে দেখা যেত। যারা একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছারখাড় করে দিত আস্ত শহর! এই লেখায় আমরা ফিরে দেখব বাদুড় বোমা নামের সেই আশ্চর্য অস্ত্রকে।

কী করে এমন এক আজব অস্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন সেদিনের মার্কিন যুদ্ধবাজরা? কেনই বা তা কার্যকর করা হয়নি শেষ মুহূর্তে? সেকথা বলার আগে একটা কথা বলা দরকার। বাদুড় বোমা কোনও বিক্ষিপ্ত উদাহরণ নয়। 'অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ডগ' তথা ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী কুকুর কিংবা 'প্রোজেক্ট পিজিওন' তথা পায়রার সাহায্যে শত্রুঘাঁটিতে বোমা ফেলার মতো আরও নানা রকম আজব ব্যাপার স্যাপারও খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীটাকেই চিরতরে বদলে দিয়েছিল। সমাজ থেকে শুরু করে মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি- সর্বত্রই এক চিরস্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সেই সময়। পুরনো পৃথিবীটাই যেন বদলে যাচ্ছিল। আর সেই প্রভাব পড়ছিল রণকৌশলেও।

১৯৪১ সালে জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের পরে প্রতিশোধ নিতে ছটফট করছিল আমেরিকা। তারই সুদূরপ্রসারী ফলাফল ১৯৪৫ সালে পরমাণু বোমা হামলা। তার আগে টোকিওয় 'ডুলিটল রেইড'। তবে সেই হামলার পাশাপাশি নিত্যনতুন অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিলই। আর সেসবেরই উঠে এসেছিল বাদুড় বোমার আইডিয়া।

আমেরিকার বিখ্যাত কার্লসবাড ক্যাভার্নে ছুটি কাটাচ্ছিলেন জনপ্রিয় দাঁতের ডাক্তার লিটল এস অ্যাডামস। সেই সময়ই তাঁর নজর পড়ে সেখানকার বিভিন্ন গুহায় ঝুলে রয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ বাদুড়! তারিখটা কাকতালীয় ভাবে ৭ ডিসেম্বর। সেদিনই ঘটেছিল পার্ল হারবারের সেই হামলা। অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারান সেই ঘটনায়। এর আগে পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি আমেরিকা। কিন্তু ওইদিনের পর থেকে তারাও নেমে পড়ে যুদ্ধে। আর তখন থেকেই শুরু হয় পরিকল্পনা। কী করে শিক্ষা দেওয়া যায় জাপানকে।

কিছুদিনের মধ্যেই অভিনব বাদুড় বোমার নীল নকশা জমা পড়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে। লিটল এস অ্যাডামসের সেই আইডিয়া অনুমোদনও পেয়ে যায় ন্যাশনাল রিসার্চ ডিফেন্স কমিটির। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সবুজ সংকেত পেতেই এই প্রোজেক্টের নাম দেওয়া হয় 'প্রোজেক্ট এক্স রে'।

ঠিক কীরকম ছিল পরিকল্পনা? বাদুড় তার ওজনের দ্বিগুণ ওজনের পদার্থ বহন করতে সক্ষম। ফলে ২ আউন্স ওজনের বোমাকে বুকে আটকে দিলেও তাদের উড়তে অসুবিধা হবে না। তাই ভারী বোমা তাদের বুকের পাতলা চামড়া ও বর্ধনশীল চামড়ায় আটকে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, আইস বক্সের ট্রে-তে ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রা বেঁধে সেখানেই রাখা হয় বাদুড়দের। পরিকল্পনা, এরপর বিমান থেকে কাঠের বাক্সে তাদের বয়ে এনে নিচে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর মাটির কাছাকাছি পৌঁছে গেলে অর্থা ১ হাজার ফুটের মধ্যে চলে এলেই বাক্স খুলে যাবে। ... উড়তে শুরু করবে। এরপর তারা কাঠের বাড়িগুলিতে আশ্রয় নেবে, একে একে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে। রাতারাতি শহরটি দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। জাপানের কাঠের শহর ও অন্যান্য পরিকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক হাতিয়ার প্রয়োগ করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়াও লক্ষ্য। ১৯৪৪ সাল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নবনির্মিত অসম বিধানসভা ভবনে প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন গৃহীত বিরোধীদের মুলতবি প্রস্তাব

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চদশ অসম বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন। পাঁচদিবসীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নবনির্মিত ভবনে। বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন বিরোধীরা মুলতবি প্রস্তাব পেশ করলে সদনে তা আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির উপস্থিতিতে বিধানসভায় আজ প্রশ্নোত্তর পর্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, অখিল গগৈ, মনোরঞ্জন তালুকদাররা রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কিত আলোচনার জন্য মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একইভাবে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং এর মাধ্যমে সমাজে বিষবাষ্প ছড়ানোর অভিযোগ তুলে মুলতবি প্রস্তাব আনেন।

এদিকে এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি রুলিং দেওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সদনে বিরোধীদের মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেহেতু নতুন বিধানসভা ভবনে আজ প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই বিরোধীদের অগ্রাধিকার দিয়ে আনিত মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের পরই এর ওপর আলোচনা করতে সম্মতি প্রদান করে এ ব্যাপারে বিধায়ক তথা বিরোধী দলগুলিকে সময় নির্ধারণ করতে সদনের কাজকর্ম ১৫ মিনিটের জন্য স্থগিত রাখেন অধ্যক্ষ।

এরই মধ্যে অধিবেশনের প্রথম দিন শিবসাগরের বিধায়ক (বিরোধী রাইজর দল) অখিল গগৈ হাতে কেরোসিনের কুপি এবং হাতপাখা নিয়ে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

অখিল গগৈয়ের প্রতিবাদ দেখে ডিব্রুগড়ের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন বলেন, 'ফ্যান্সিবাজারে কেনার সামগ্রী নয় বিদ্যুৎ। অখিল গগৈ বিদ্যুৎ কর্তন করলেও প্রতিবাদ করেন, এনএইচপিসি নির্মাণেও বাধা দেন। সব কিছু এক সিস্টেমে চলা দরকার। আমরা জলে যখন নেমেছি, তখন হা-পা আমরাই চালাব।'

এদিকে, আজ নতুন বিধানসভা ভবনে প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য, বিধায়কগণ এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বিধানসভার সামনে সংস্থাপিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করে তাতে মাল্যার্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

উল্লেখ্য, অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দৈমারি ও ডা. নোমল মমিন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া সহ বহু বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে গত ৩০ জুলাই সকাল ১১:০৫টায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অত্যাধুনিক অসম বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়কও।

আজ অনুষ্ঠিত অধিবেশনের জন্য নবনির্মিত অসম বিধানসভা ভবনকে নববধূর মতো সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

হাইলাকান্দির পাঁচগ্রামে ২০০০ ইয়াবা সহ গ্রেফতার এক

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রামে ২০০০টি মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে। গ্রেফতারকৃত যুবককে পার্শবর্তী কাছাড় জেলার অন্তর্গত জালালপুরের বাসিন্দা বলে পরিচয় পাওয়া গেলেও নাম জানা যায়নি। জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি জায়গায় আজ সোমবার সকালে পাঁচগ্রামের এক নির্দিষ্ট জায়গায় সাদা পোশাকে স্থানীয় থানার পুলিশ নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে ধরতে অপেক্ষা করছিল। এক সময় ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট আরেক মাদক কারবারির হাতে হস্তান্তর করতে গিয়েছিল যুবক। তখনই তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে পুলিশ। তবে তার অপর সাঁকরেদ পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

ধৃত যুবকটি পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নাকি বলেছে, ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি সে কাছাড় জেলার কাটিগড়া থেকে সংগ্রহ করেছিল। কত টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখনই কোনও তথ্য জানাতে পারেননি পুলিশের তদন্তকারী অফিসার।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর চমৎকার ভাষণ স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোয় দেওয়া চমৎকার ভাষণকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ১৩০ বছর আগে আজকের দিনে দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর ভাষণটি এখনও বিশ্বব্যাপী ঐক্য এবং সম্প্রীতির আহ্বান হিসাবে স্মরণ করা হয়। এক্স-র পোস্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ১৩০ বছর আগে আজকের দিনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে যে ভাষণটি বিশ্ববাসীর উদ্দেশে দিয়েছিলেন তা সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতির আহ্বান হিসাবে সর্বত্র অনুরণিত হচ্ছে। মোদী এক্স-র বার্তায় আরও বলেন, মানবতার সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দিয়ে তাঁর কালজয়ী বার্তা আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আধা জরুরি অবস্থা চলছে, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে আধা জরুরি অবস্থা চলছে বলে সোমবার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে এক সাংবাদিকের গ্রেফতারির ঘটনার প্রেক্ষিতেই এই অভিযোগ করেছেন তিনি ।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) এই অভিযোগ তুলে তিনি নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে । লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে আধা জরুরি অবস্থা চলছে।"

এদিন বিরোধী দলনেতা একটি চিঠির ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। যে চিঠি লেখা হয়েছে মেদিনীপুর সংশোধনাগারের সুপারকে। গ্রেফতার হওয়া সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি লেখা হয় শুভেন্দু অধিকারীর তরফে। কিন্তু ওই সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি জেল কর্তৃপক্ষ দেয়নি। আর তার পরই এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন শুভেন্দু।

তাঁর দাবি, বেআইনি মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য ওই সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই তিনি আগেই এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদমূলক পোস্ট করেছিলেন। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে বিজেপির সভা থেকেও তিনি এই প্রতিবাদ করেন। সেই কারণে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ' ওই সাংবাদিকের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না। এমনকী, তাঁকেও দেখা করার অনুমতি দেয়নি ।

ওই পোস্টে সরাসরি জেল সুপারের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা । জানতে চেয়েছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পান কেন?" তার পরই তিনি লিখেছেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমণ অবনতি হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় এক সাংবাদিককে জেলবন্দি করা হয়েছে, সেই কারণে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ওই সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন ।

শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, সাময়িকভাবে হয়তো ওই সাংবাদিকের কাজে বাধা দিতে পেরেছে পুলিশ ও প্রশাসন। কিন্তু শাসকের এই কর্তৃত্ববাদী শাসন চিরকাল স্থায়ী হয় না। আর সাংবাদিকের কলমের জোর শাসকের স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত বারাবাঙ্কিতে, যসমন্দায় দেওয়াল চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

বারাবাঙ্কি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারী ও একনাগাড়ে প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায়। রবিবার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জেরে যসমন্দায় দেওয়াল চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। আপাতত গৃহহীন মানুষজন স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। রবিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় বারাবাঙ্কি জেলায়। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাস্তাঘাট, রেললাইনের জল জমে গিয়েছে। প্লাবিত ঘরবাড়ি থেকে লোকজনকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বারাবাঙ্কির জেলাশাসক অবিনাশ কুমার বলেছেন, 'বারাবাঙ্কি জেলার শহরাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে... গত রাত থেকে প্রায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অনেক আবাসিক এলাকায় জল জমে গিয়েছে। আমরা একটি এসডিআরএফ ইউনিট এবং একটি পিএসি বন্যা ইউনিটকে ডেকেছি। আমরা বিভিন্ন স্থানে ৪টি নৌকা মোতায়েন করেছি... উদ্ধার হওয়া লোকদের জন্য স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় তলা খুলে দেওয়া হয়েছে... যসমন্দায় দেওয়াল ভেঙে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

ইতিহাসের সেরা ডিফেন্ডারের আজ জন্মদিন

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জার্মানি কেন, বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। তার আর এক নাম কাইজার বা সম্রাট। মিডফিল্ডার থেকে ডিফেন্ডার, সফল দুই জায়গাতেই। আর কোচ হিসেবেও বিশ্বজয়ে সফল।

তার নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্যই বেকেনবাওয়ারকে কাইজার বা সম্রাট বলা হত। পেলের মতনই তিনি সম্রাট। কাইজার প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন ১৯৬৬ তে, মিডফিল্ডার হিসেবে। সেই টুর্নামেন্টে ৪টি গোল করে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ বল। কিন্তু সেই বিশ্বকাপে জার্মানদের ভাগ্যে কাপ ছিল না। বিতর্কিত ৬৬"র ফাইনালে হারতে হয় ইংল্যান্ডের কাছে। তবে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা পান বেকেনবাওয়ারই।

১৯৭০ বিশ্বকাপ। পেলের শেষ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির সামনে ছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। এবার কাইজারের দক্ষতায় মাত ইংল্যান্ড। ৩-২ গোলে ম্যাচ জেতে জার্মানি। কিন্তু এবার সেমিতে এসে আবারও বিপর্যয়। ইতালির কাছে হারতে হয় তাদের।

কিন্তু হতাশ হননি বেকেনবাওয়ার। কাইজারের দক্ষতায় ১৯৭৪ সালে জার্মানি বিশ্বকাপ জেতে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে।

সিলভার বল পান বেকেনবাওয়ার।

সেবার ফাইনালে ক্রুয়েফ এবং তার ডাচ দল 'টোটাল ফুটবল' নামে এক ভিন্নধর্মী খেলার ভঙ্গি ফুটবলে যোগ করেছিল। যার ফলে তারা প্রতি ম্যাচেই প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিল। সেবার প্রতিটি দলের রক্ষণভাগই তাদের আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বের উপর ভর করেই পশ্চিম জার্মানি ক্রুয়েফ ও নেদারল্যান্ডসের টোটাল ফুটবলকে রুখে দিতে সক্ষমও হয়েছিল।

ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে মাত্র দুজন খেলোয়াড় তিনবার করে বিশ্বকাপের অল স্টার দলে সুযোগ পেয়েছেন। একজন বেকেনবাওয়ার। ১৯৬৬, ১৯৭০ আর ১৯৭৪ বিশ্বকাপের অল স্টার দলে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।বিশ্ব ফুটবলের এই কিংবদন্তি খেলোয়ারের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়টির আজ জন্মদিনন তাকে স্মরণ করার দিন।

নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও এক মন্ত্রীর যুক্ত থাকার ইঙ্গিত সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও এক মন্ত্রীর যুক্ত থাকার ইঙ্গিত দিল সিবিআই। মঙ্গলবার সেই বিষয়ে বিস্তারিত আদালতে জানাবে তারা ।

ঙ্রসোমবার সিবিআইয়ের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য এমনটাই জানান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে।

এদিন সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, ২০১৪ সালের নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুরোপুরি ভাবে জড়িত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সচিব তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল সেই তথ্য ডিলিট করার জন্য। সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে আদালতে।

সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, "আজকের দিনটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসের দিন শুধু নয়, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই দিনে। বৃহত্তর মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন আদালতের নির্দেশের দিকেই। তাই সিবিআই চাইছে দ্রুত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জনমানসের সামনে নিয়ে আসার।" এ দিন শুনানির সময় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জেরে এই মামলা বিলম্বিত হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইতিমধ্যেই মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক-সহ শাসক দলের বেশ কয়েকজন ছোট বড় নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর কেউ এখনও জামিন পাননি।

কয়েকদিন আগে কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা তদন্তে সিবিআই আধিকারিকদের গা ছাড়া মনোভাবের জন্য প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি আরও প্রভাবশালী যোগ থাকলেও তাদের গ্রেফতার করা যায়নি কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি। এবার দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও এক প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে। অন্তত এ দিন আদালতে সিবিআইয়ের বক্তব্যের পর তেমনই মনে হচ্ছে। এখন দেখার মঙ্গলবার আদালতে সিবিআই কী জানায় ! সেখানে কি কোনও মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করবে তারা ! সেই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ।

বন্যার পর গঙ্গার তীরে ছড়িয়ে থাকা ময়লা পরিষ্কার করল নমামি গঙ্গের সদস্যরা

বারাণসী, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নমামি গঙ্গের সদস্যরা সোমবার দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গায় বন্যার ফলে ছড়িয়ে পড়া ময়লা পরিষ্কার করেন। ঘাটগুলির বিশুদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য জনসচেতনতার অংশ হিসাবে গঙ্গার পাদদেশ পরিষ্কার করেন নমামি গঙ্গের সদস্যরা। গঙ্গা আরতি ও পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের পর সদস্যরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করে।। সদস্যরা গঙ্গার পাদদেশে এবং ভূপৃষ্ঠের জলে ভাসমান অনেক দূষিত বস্তুও সরিয়ে ফেলেন। নমামি গঙ্গের সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করে, "আসুন প্রতিটি ঘরে আগুন জ্বালাই এবং মা গঙ্গাকে শুদ্ধ করি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্লোগান দেওয়া হয় লাউডস্পিকারের মাধ্যমে। প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে ঘাটে উপস্থিত বারাণসীবাসী, পন্ডিত, পুরোহিত, পুজোর সামগ্রী বিক্রেতা, দোকানদার ও নাবিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বোঝানো হয়। কাশী অঞ্চলের সমন্বয়কারী রাজেশ শুক্লা বলেন, গঙ্গা তার ২ হাজার ৫২৫ কিলোমিটার ভ্রমণে ভারতের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ মানুষকে জীবনদান করেন। গঙ্গা বহু শতাব্দী ধরে ভারতকে তার বিশুদ্ধ জল দিয়ে সেচের উপকার করে আসছে। এটি ভারতের সেচ, পানীয় জল, তীর্থযাত্রা এবং আরও অনেক কিছুর চাহিদা পূরণ করছে। আমাদের উচিত গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা প্রতিটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া কারণ সচেতনতা হল সাফল্যের প্রথম ধাপ।

মুম্বইয়ে গাড়িতে আগুন লেগে মৃত দুই ভাই, আহত তিনজন

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুম্বইয়ের সিওনের গান্ধী মার্কেটের কাছে হঠাৎ গাড়িতে আগুন লেগে দুই ভাই পুড়ে মারা যায়। এই ঘটনায় আরও তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তিনজনকেই সিওন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, রবিবার গাড়িতে করে মেরিন ড্রাইভের দিকে যাচ্ছিলেন মানখুর্দের বাসিন্দা পাঁচজন।

সিওন এলাকায় গান্ধী মার্কেটের কাছে একটি ডিভাইডারের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয় এবং গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

জানা গেছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা লক হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িতে থাকা আগুন নিভিয়ে ফেলে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় গাড়ির আরোহী অজয় ভাঘেলা (২০) এবং প্রবীণ ভাঘেলার (১৮)। গাড়িতে থাকা হরেশ কদম (১৯), কুনাল আতর (৩৩) এবং রীতেশ ভোইর (২৫) গুরুতর জখম হন। তিনজনকেই সঙ্গে সঙ্গে সায়ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিষয়টি তদন্ত করছে সিওন থানার পুলিশ।

রাহুলের দাবি খন্ডন করলেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল, বললেন চিন এক বর্গ ইঞ্চি জমিও দখল করেনি

লেহ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর দাবি খন্ডন করলেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত)। রাহুল দাবি করেছিলেন, লাদাখের একটা বড় অংশ চিনের দখলে রয়েছে। রাহুলের এই দাবির প্রেক্ষিতে সোমবার উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত)-কে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা, তখন তিনি বলেন, চিন এক বর্গ ইঞ্চি জমিও দখল করেনি।

লাদাখের উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত) বলেছেন, 'আমি কারও বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে আমি আসল কথাই বলব, কারণ আমি নিজে দেখেছি। এখানে (লাদাখ) এক বর্গ ইঞ্চি জমিও চিনারা দখল করেনি, আসল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।'

বিদেশ যাচ্ছেন, টেনশন দিতে চাই না', মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে রাজ্যপাল

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি স)। শনিবার মধ্যরাতে রাজ্যপালের জোড়া 'গোপন চিঠি' নিয়ে তরজা অব্যাহত। নবান্নে যে খামবন্দি চিঠি পৌঁছেছে এবং যেটি দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে, তার বিষয়বস্তু কী? এ নিয়ে কৌতূহল তুঙ্গে।

সোমবার অর্ধদিবস পর্যন্ত তার নিরসন হল না। মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে কী লেখা, তা নিয়ে কী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হবে, এসব নিয়ে জানতে চাইলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সাংবাদিকদের জানান, "মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন। এখন তাঁকে টেনশন দিতে চাই না। তিনি ফিরে এলে আলোচনা করা যাবে।" প্রশ্ন উঠছে 'গোপন চিঠি'র সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর 'টেনশনের' কথা কেন বললেন রাজ্যপাল? কী এমন আছে চিঠিতে? তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেল।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উদ্দেশে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলে ছিলেন, মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। দেখুন, কী পদক্ষেপ করতে পারি। তার পাল্টা ব্রাত্য ফেসবুকে লেখেন, শহরবাসী সাবধান। শহরে নতুন রক্তচোষা আসছে।

তারও আগে থেকে শিক্ষামন্ত্রী এবং তৃণমূলের অন্য নেতারা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলছিলেন। শনিবার ১১টা ৪৬ মিনিটে রাজ্যপাল মুখ বন্ধ করা খামে দুটি চিঠি ছাড়েন। একটি দিল্লিতে, অন্যটি নবান্নে। রবিবার দিনভর সেই দুই চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা চলে। নবান্ন কিংবা রাজভবন তা নিয়ে মুখ খোলেনি।

সোমবার রাজ্যপাল ব্রাত্যকে কটাক্ষ করে বলেন, আমার জুনিয়র অ্যাপয়েন্টির বক্তব্যের কোনও উত্তর দেব না। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর মতো করে শিক্ষা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাজ্যকে যা পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার এখন সঠিক সময় নয়। গোপন জিনিস গোপন থাকাই ভালো। মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে যাচ্ছেন। তাঁর ব্যাগের বোঝা বাড়াতে চাই না। তাঁকে টেনশনও দিতে চাই না। এলে কথা হবে। আমি বন্ধ খামে প্রাপককে চিঠি পাঠিয়েছি। এই বিষয় প্রাপকই উত্তর দিতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার লগ্নি টানতে বিদেশে যাচ্ছেন। তার আগে সোমবার বিকেলে তিনি রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠক করতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর। রাজ্যপালের পাঠানো চিঠি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ খোলেন কি না, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ-সহ শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যপাল তথা আচার্যের একাধিক 'অযাচিত হস্তক্ষেপ' নিয়ে নতুন করে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত শুরু হয়। শনিবার কার্যত হুঁশিয়ারির সুরেই রাজ্যপাল জানান, "মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখুন কী করি।"

কোচবিহারে গুলিতে খুন অসমের জমি ব্যবসায়ী

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.)) : রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কের উপর গুলি। কোচবিহারের মহিষবাথানের কাছে গুলিতে মৃত্যু হল জমি ব্যবসায়ীর। ঘটনার পরই চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

তারা কতজন ছিল, কী কারণে খুন — এসব অজানা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জাতীয় সড়কের উপর এমন ঘটনায় আতঙ্কিত আশপাশের মানুষজন।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুশীলচন্দ্র দাস, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তিনি আদতে অসমের বাসিন্দা। পেশায় জমি ব্যবসায়ী।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কোন কোন খাবার এড়াবেন?

ডাক্তারদের মতে, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও খাদ্যাভাসের কারণেই বর্তমানে মানুষের শরীরে এখন রোগের বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়াম করলে থাকা যায় সুস্থ ও ফিট। কারণ ডায়েটের কারণ রক্তচাপের উপর বড়সর প্রভাব পড়ে। রক্তনালীর দেওয়ালে চর্বি জমে রক্তের প্রবাহ হ্রাস পায়। প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চরক্তচাপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ ও স্ট্রোক-সহ স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়।

বিশেষ করে নোনতা খাবার উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে।সাধারণ নুন খেলেও শরীরে আরও তরল জমা হতে থাকে। যার কারণে রক্তের প্রবাহ ও চাপ বেড়ে যায়। চিনিযুক্ত খাবার ও স্যাচুরেটেড চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করলেও রক্তচাপ বাড়তে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ডায়েট মেনে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের ডায়েটে কী কী খাবেন, কী কী খাবার এড়িয়ে চলবেন, তা এখনই মেনে চলা উচিত।

নির্দিষ্ট ডায়েট মেনে না চললেও বা মেনে চললে কিছু খাবার ও উপাদান রক্তের চাপ বাড়িয়ে তোলে। আবার রক্তচাপ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই খাবারগুলি সীমিত পরিমাণে খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আয়ত্তে। নোনতা খাবার সাধারণ নুনের সোডিয়াম থাকার কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের একটি মস্ত বড় রোগ তৈরি হচ্ছে। রক্তের তরল ভাব ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কীভাবে প্রভাবিত করে তার ধারণা অনেকেরই থাকে না। এক টেবিল স্পুন নুন থাকে প্রায় ৪০ শতাংশ সোডিয়াম। কিছু পরিমাণ লবণ স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে সীমিত পরিমাণ খাওয়া উচিত। গবেষণায় জানা গিয়েছে, প্রতিদিন ২৩০০ মিলিগ্রামের বেশি সোডিয়াম ১ চা চামচ লবণের সমতুল্য হতে পারে। আমেরিকান ডায়েটে বেশিরভাগ সোডিয়াম যতপরিমাণ সাধারণ খাবার থেকে প্রবেশ করে, তার থেকেও বেশি প্রবেশ করে প্যাকেজড , প্রক্রিয়াজত খাবার থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতেও বাড়ছে এই প্যাকেটজাত খাবারের প্রবণতা। এই সব খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই উচিত।

কোন কোন খাবারে ভরপুর নুন রয়েছে, যা অনেকেই জানেন না- পাউরুটি, পিতা, স্যান্ডউইচ, ফ্রজেন কাটা মাংস, টিনজাত স্যুপ, অ্যালকোহল, পাস্তা,পনির, চিনি , বিভিন্ন রকমের মশলা , আচার এই সমস্ত খাবারে মাত্রারিক্ত সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। যার ফলে এই সব খাবার শুধু রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে তাই নয়, অতিরিক্ত ওজন বাড়াতে ও ওবেসিটির জন দায়ী।

নিঃশব্দে হানা দেয় কিডনির রোগ

দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গই আমাদের শরীর সুস্থ-সবল রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মানব দেহের এই সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে অন্যতম কিডনি। কিডনির সমস্যায় সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করা হলে প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে! কিন্তু মুশকিল হল, বেশিরভাগ সময়ই কিডনির সমস্যার উপসর্গগুলি এতটাই মৃদু হয় যে, অসুখ বাড়াবাড়ি না হলে বুঝে ওঠা যায় না।

অনেক সময় এমনও হয় যে, একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও অন্যটি দিয়ে দিব্যি কাজ চলতে থাকে। ফলে ক্ষতি সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ পাওয়া যায় না।

কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে, তা ধরা পড়তে অনেকটা সময় নেয়। কোন কোন শারীরিক লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনি কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত কি না? চলুন জেনে নেওয়া যাক। মুখ, পায়ে ও চোখের চারপাশে ফোলাভাব

কিডনির প্রধান কাজই হল শরীর থেকে টক্সিন এবং বর্জ্য বের করা। কিন্তু কিডনি ঠিক ভাবে কাজ না করলে শরীরের টিস্যুতে অতিরিক্ত জল, লবণ জমা হয়। এর পাশাপাশি দেহে টক্সিন এবং অমেধ্যও জমা হতে থাকে। ফলে মুখ, পা ফুলে যেতে পারে। চোখের চারপাশেও ফোলাভাব দেখা দিতে পারে।

প্রচন্ড ক্লান্তি , কিডনি লাল রক্তকণিকাও তৈরি করে। আর শরীরে লাল রক্তকণিকার অভাব দেখা দিলেই রক্তাল্পতা হবে। রক্তাল্পতার অন্যতম প্রধান লক্ষণই হল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ক্লান্তি লাগা। এ ছাড়া, কিডনি সঠিক ভাবে কাজ না করলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয় না। রক্তে বিষাক্ত ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে আরও বেশি ক্লান্ত লাগে।

প্রস্রাবে সমস্যা ,কিডনি প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বর্জ্য নির্গত করে। কিন্তু কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে মূত্রনালীতে সমস্যা দেখা দেয়। বারবার মূত্রত্যাগ, মূত্রের সঙ্গে রক্ত বেরোনো বা মূত্রে অতিরিক্ত ফেনা হওয়াও কিডনির সমস্যার লক্ষণ। বিশেষত রাতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বার প্রস্রাব করতে হলে খুব সতর্ক হন।

শ্বাসকষ্ট ,আমাদের শরীরের তরল ভারসাম্যতা বজায় রাখে কিডনি। তবে কিডনিতে সমস্যা দেখা দিলে ফুসফুসে তরল জমা হবে, ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। একে ফ্লুইড ওভারলোড বা হাইপারভোলেমিয়াও বলা হয়। অনেকে আবার এক্ষেত্রে বুকে ব্যথাও অনুভব করেন।

অনিদ্রা,বিশেষজ্ঞদের মতে, কিডনির সমস্যায় আক্রান্তদের রাতে ঘুম না আসার সমস্যা দেখা দেয়। কিডনি খারাপ হলে মূত্রের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ শরীরের বাইরে বেরোয় না। এটিই অনিদ্রার অন্যতম কারণ।

অতিরিক্ত মদ্যপানের জেরে কোন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে

"মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক" - টেলিভিশন থেকে সিনেমা হল, সর্বত্রই প্রচার চলছে। স্বাস্থ্যের উপর মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সচেতনতা ছড়ানোর চেষ্টা কম হচ্ছে না। চিকিৎসকরাও মদ্যপানের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরছেন কিন্তু তারপরেও মানুষের মদ্যপানের প্রতি আসক্তি কমছে না! আধুনিক জীবনে উতবে-অনুষ্ঠানে, পার্টিগুলোতে অ্যালকোহল গ্রহণ অনেকটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অভিজাত পরিবারে মদ্যপান অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে দিনের পর দিন অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপানের ফলে শরীরে মারাত্মক সব রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, অত্যধিক মদ্যপানে শরীরের কী কী ক্ষতি হতে পারে- হজমের সমস্যাঅত্যধিক মদ্যপান হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। খাবার হজম করা, পুষ্টি এবং ভিটামিন শোষণে অন্ত্রে বাধা সৃষ্টি করে। মদ্যপানে পেটে অতিরিক্ত অ্যাসিডও জমা হয়। গ্যাস, পেট ফাঁপা, ডায়ারিয়াও হতে পারে। অ্যালকোহল পেটের আস্তরণে জ্বালাভাব সৃষ্টি করতে পারে। পেটে আলসারও হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ- অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে রক্তচাপ বেড়ে যায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। অত্যধিক মদ্যপান রক্তনালীগুলির পেশীর উপর প্রভাব ফেলে, এগুলি সংকীর্ণ হতে চাপ দেয়।

লিভারের ক্ষতি অ্যালকোহল পানের পরে তা পেটে শোষিত হয়। তারপর রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে লিভারে প্রবেশ করে। লিভার রক্তে অবস্থিত অ্যালকোহল দূর করতে পারে। রক্ত পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভারের উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। লিভারের কার্যক্ষমতার বেশি মদ্যপান করলে লিভারের কোষগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়। এর ফলে ফ্যাটি লিভার হয়। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করার ফলে লিভারে মেদ জমার এই সমস্যাকে "অ্যালকোহল রিলেটেড লিভার ডিজিজ" বলে। এ ছাড়াও, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভার সিরোসিস, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিসের মতো রোগও দেখা দিতে পারে।

স্নায়বিক সমস্যা-বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালকোহল মস্তিষ্কের রাসায়নিকগুলিকে ধীর করে দেয়। ফলে নানা মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালকোহল অ্যাবিউজ অ্যান্ড অ্যালকোহলিজম- এর মতে, অ্যালকোহল মস্তিষ্কের যোগাযোগের পথে হস্তক্ষেপ করে, এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে নানা মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, পায়ে-হাতে অসাড়তা ও ঝিনঝিন, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার মতো সমস্যা হয়। বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল সেবনে ডিমেনশিয়াও হতে পারে।

অগ্ন্যাশয়ের উপর প্রভাব ফেলে অত্যধিক অ্যালকোহল সেবনে অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ বাড়ে। এর ফলে প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়। অগ্ন্যাশয় এনজাইম তৈরি করে হজমে সাহায্য করে। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

মসৃণ ও জেল্লাদার ত্বক ফিরবে আঙুরের গুণেই

আঙুরের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি! লাল, কালো কিংবা সবুজ, আঙুর যেমনই হোক না কেন, উপকারিতা হিসেবে কিন্তু সব আঙুরই সমান। কিন্তু রসালো এই ফলটি যে কেবল খাদ্য হিসেবেই উপকারী তা নয়! ভিটামিন, খনিজ আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর আঙুর ত্বকের যত্নেও জাদুকরী প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যান্টি-এজিং গুণ সম্পন্ন আঙুর ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে বাধা দেয়। ত্বক পরিষ্কার রাখে। ত্বকের দাগ ছোপ দূর করে। আর সানবার্ন থেকেও আমাদের ত্বককে রক্ষা করে। এ ছাড়াও আঙুরে রয়েছে ভিটামিন কে, ই, সি, ভিটামিন বি১, বি২-এর মতো উপকারী পুষ্টিগুণ। এই ফলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড, যে কারণে ত্বকে কোলাজেন উতাদন বাড়ায়। তাই, সুন্দর লাবণ্যময় ত্বক পেতে হলে ব্যবহার করুন আঙুর! কিন্তু ত্বকের যত্নে কী ভাবে কাজে লাগাবেন আঙুরকে? আসুন জেনে নেওয়া যাক। কোলাজেন উতাদন বাড়াতে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ আঙুর ত্বকে কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়। ত্বকে বলিরেখা পড়তে দেয় না। আর, টমেটোতেও রয়েছে অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য। যে কারণে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না। কয়েকটি আঙুর আর একটি ছোটো টমেটো একসঙ্গে পেস্ট করুন। চোখ আর ঠোঁট বাদ দিয়ে পুরো মুখে ও গলায় প্যাকটি লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ত্বকের তৈলাক্ত ভাব দূর করতে হলে এই ফেস প্যাক ব্যবহার করুন। কয়েকটি কালো আঙুর পেস্ট করে, তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি ও ১ চা চামচ গোলাপ জল মেশান। প্যাকটি মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ডার্ক সার্কেল কমাতে আঙুর ডার্ক সার্কেল থেকেও মুক্তি দিতে পারে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের নীচে সবুজ আঙুরের পাল্প লাগান। আপনি চাইলে গ্রেপসীড তেলও ব্যবহার করতে পারেন। শুষ্ক ত্বকের জন্য ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে এবং মসৃণ ও কোমল করে তোলে আঙুরের এই ফেস প্যাক। ২-৩টি স্ট্রবেরির সঙ্গে ৪-৫টি আঙুর ব্লেন্ড করুন। পেস্টটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। আঙুর এবং মধুর ফেস প্যাক আঙুরের পাল্পের সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য, যা ব্রণ এবং সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় সাহায্য করে। আঙুর এবং টক দইয়ের ফেস প্যাক আঙুরের পাল্পের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ টক দই মেশান ভালো ভাবে। এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মুখ এবং গলায় লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের বলিরেখা কমায়। শুষ্ক ত্বককে করে তোলে মসৃণ ও কোমল।

ত্বক পরিচর্চার সময় নেই?

ব্যস্ত জীবনে নিজের খেয়াল রাখতে ভুলে যান বেশিরভাগ মহিলা। স্কিন কেয়ারের নামে পরে থাকে শুধু ক্লিনজার ও ময়েশ্চাইজার। যার জেরে সময়ের আগেই জোরাল হতে থাকে বার্ধক্যের লক্ষণ। চোখের নীচে কালি পড়ে যায়, কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করে, চামড়া কুঁচকে যায়। তখন যত্ন নিয়ে খুব বেশি আটকানো যায় না এই ত্বকের সমস্যাগুলো।

তার চেয়ে ব্যস্ত দিন শুরু হওয়ার আগে সকালে নিজের জন্য ৫ মিনিট বের করে নিন। দেখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যে ত্বকের জেল্লা বেড়ে গিয়েছে।

কী করতে হবে, ভাবছেন? প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বক মালিশ করতে হবে। সকালে মুখ ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার কিংবা সানস্কিন ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ সিরাম মাখেন। এই স্টেপগুলো শুরু করার আগে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বকের যত্ন নিন। সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বকের উপর ম্যাসাজ করুন। ৫ মিনিট মালিশ করুন। তারপর ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিন। ব্যস, কাজ হয়ে যাবে। তারপর আপনি আপনার পছন্দের ময়েশ্চারাইজার, সিরাম, সানস্কিন যা কিছু ব্যবহার করতে পারেন।

এবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করবেন। সেই সমাধানও রয়েছে আমাদের কাছে। কোন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বক মালিশ করলে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে, রইল টিপস।

পাকা পেঁপে- পেঁপের মধ্যে ভিটামিন সি, এ, ফোলেট, পটাশিয়াম ও ফাইবার রয়েছে। পাকা পেঁপে খেলে যেমন স্বাস্থ্যের উপকার হয়, তেমনই মুখে মাখলে ত্বকের যাবতীয় সমস্যা দূর হয়ে যায়। পাকা পেঁপে ওপেন পোরসের সমস্যা কমায়, মৃত কোষ দূর করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।ঘি- রান্নায় ঘি ব্যবহার করেন। এবার মুখেও ঘি মাখুন। সকালে মুখে ঘি মাখলে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকবে সারাদিন। ঘিয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-এজিং উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে সময়ের আগে বুড়িয়ে যেতে দেয় না। শুষ্ক ত্বকে প্রাণ এনে দেয় ঘি। সকালের পাশাপাশি রাতেও নাইট ক্রিম হিসেবে ঘি ব্যবহার করতে পারেন।

নারকেল তেল- ত্বক ও চুলের পরিচর্চায় নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকের উপর নারকেল তেল মাখলে এটি ত্বকের আর্দতা বজায় রাখে। পাশাপাশি এটি ত্বকের সংক্রমণ থেকে আপনাকে রক্ষা করে। ব্রণ, রোদে পোড়া দাগ সব কিছু কমে যায় নারকেল তেলের গুণে।

মধু- মধুর মতো কার্যকর উপাদান খুব কম আছে। আবার তার হলুদ মিশলে কার্যকারিতাও বেড়ে যায়। এক চামচ মধুতে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে মাখুন। এতে ত্বক কোমল থাকবে। পাশাপাশি ব্রণ ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যা কমে যাবে।

ভিটামিন ই তেল- ভিটামিন ই হল ত্বকের জন্য অপরিহার্য্য পুষ্টি। ভিটামিন ই সিরাম কিংবা ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস ত্বকের উপর লাগিয়ে মালিশ করতে পারেন। এতে ত্বক নরম হবে এবং সহজে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়বে না।

প্লাটিলেট কমে যায় কেন? আর এর লক্ষণ কি কি?

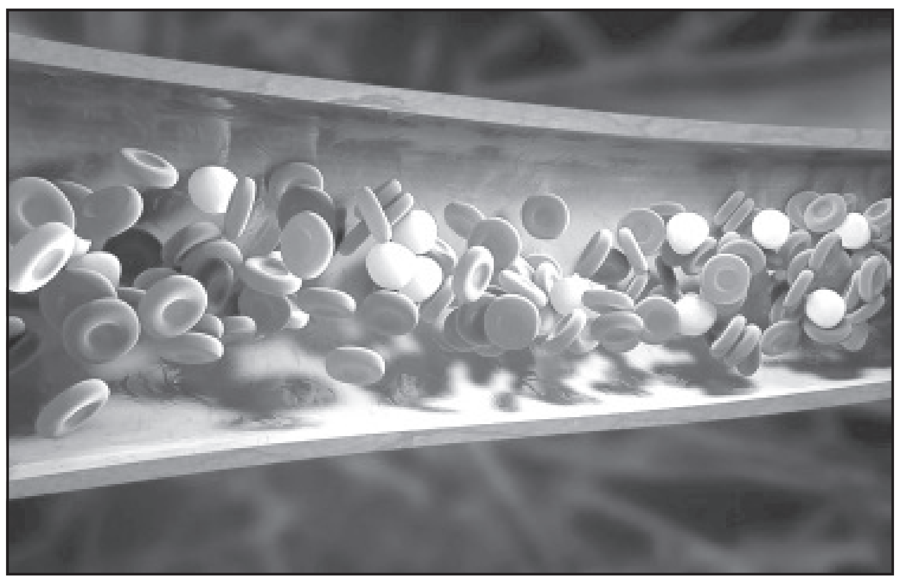

মানবদেহে থাকা তিন ধরনের রক্তকণিকার সবচেয়ে ছোট আকারটি হলো প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা। রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে প্লাটিলেট। এই রক্তকণিকার কারণেই শরীরের কোথাও কেটে গেলে দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে থাকে।

তবে প্লাটিলেট কমে যাওয়ার কারণ কী? আসলে প্লাটিলেট কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো দুটি- প্লাটিলেট ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর নয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি না হওয়া।

যখন রক্তের প্লাটিলেট কাউন্ট কমতে শুরু করে; তখন তাকে বলা হয় থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাটিলেট কমে যাওয়ার আরও কয়েকটি কারণ হলো- অ্যানিমিয়া বা রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকা কমে যাওয়া, ভাইরাস সংক্রমণ, লিউকেমিয়া, কেমোথেরাপি, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ভিটামিন-বি ১২ এর অভাব।

এ ছাড়াও তীব্র মাত্রার ক্যান্সার বা পিত্তথলির বিভিন্ন মারাত্মক রোগের কারণে কমতে পারে প্লাটিলেট। সেইসঙ্গে রক্তে ব্যাকটেরিয়াজনীত প্রদাহ, ওষুধের প্রতিক্রিয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাজনীত রোগবালাইয়ের কারণে প্লাটিলেট ভেঙে যেতে পারে।

প্লাটিলেট কমে গেলে কী হয়?

প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকার স্বাভাবিক মাত্রা দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ। তবে যদি কখনও ২০ হাজারের নিচে নেমে যায়; তখন ইন্টারনাল ব্লিডিংয়ের সম্ভাবনা থাকে। প্লাটিলেট যদি ৫ হাজারের কম হয়; তখন ব্রেন, কিডনি, হার্টের মধ্য রক্তক্ষরণের ভয় থাকে। মেশিনে গুনলে ভুল হয়, কারণ প্লাটিলেট ক্লাপেম থাকায় মেশিন অনেকগুলোকে একসঙ্গে একটা ধরে সংখ্যা নিরুপণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাটিলেট কমে যাওয়া বা থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া কোনো মেডিকেল ইমারজেন্সি নয়। অর্থাতপ্লাটিলেট কমে যাওয়া মাত্রই রোগী রক্তক্ষরণ হয়ে হঠাতমারা যাবে বিষয়টি এ রকমও নয়। প্লাটিলেট কমলে শরীরে এক ধরনের মাইনর ক্যাপিলারি ব্লিডিং, যা ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। প্লাটিলেট কমে যাওয়ার লক্ষণসমূহ ত্বকে বেগুনি রঙের চিহ্ন দেখা যায়। কারণ ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়। শরীরের যেকোনো স্থান থেকে সূক্ষ্ম রক্তপাত, যা পিনপয়েন্টের আকারে দেখা দেয়। শরীরের কোথাও কাটলে অনেকক্ষণ ধরে রক্তপাত হয়। মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত হতে পারে। প্রস্রাব বা মলের সঙ্গে রক্তপাত। মাসিকে অতিরিক্ত রক্তপাত হওয়া। ক্লান্তি ইত্যাদি।

ডেঙ্গুতে প্লাটিলেট কমে যাওয়া কি বিপজ্জনক?

শুধু যে ডেঙ্গুর কারণেই প্লাটিলেট কমে তা কিন্তু নয়। অন্যান্য অনেক কারণেই এটি কমে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, প্লাটিলেট কাউন্ট ৫০ হাজারের নিচে নামলেই রোগীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাটিলেট কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু ডেঙ্গুর তীব্রতা মাপা হয় না।

প্লাটিলেট ঠিক থাকলে রোগী ভালো থাকবে তা-ও নয়। প্লাটিলেট দিলেই যে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে এমনও নয়। রক্তক্ষরণের চিহ্ন দেখা দিলে এবং প্লাটিলেট কাউন্ট ২০ হাজারের নিচে নামলে অথবা রক্তক্ষরণ নেই কিন্তু প্লাটিলেট ১০ হাজারের নিচে; তখন রোগীকে প্লাটিলেট দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাটিলেট কমে গিয়ে নয় বরং রোগী মারা যায় ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে। অর্থাতডেঙ্গু ভাইরাসের কারণে রক্তনালিগুলো আক্রান্ত হয়। রক্তনালির গায়ে যে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেগুলো বড় হয়ে যায়। তা দিয়ে রক্তের জলীয় উপাদান বা রক্তরস বের হয়ে আসে।

তখন রক্তচাপ কমতে থাকে, পিসিভি বা প্যাকড সেল ভলিউম বাড়তে থাকে। এটা ঠেকাতে তখন রোগীকে পর্যাপ্ত ফ্লুইড বা তরল দিতে হবে। এই তরল মুখে খাওয়ানো যেতে পারে বা শিরায় দেওয়া হয়ে থাকে।

আর ডেঙ্গু হলে প্লাটিলেট কত তা ঘন ঘন না দেখে বরং রোগীর অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন। যেমন- রক্তচাপ ঠিক আছে কি-না, রোগী জলশূন্যতায় ভুগছে কি-না, রক্তের পিসিভি বা হেমাটোক্রিট কেমন তা দেখা উচিত। যদি এমনটি হয় তাহলে পর্যাপ্ত তরল দিন বা ফ্লুইড কারেকশন করুন, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

সুফল পেতে খেয়ে দেখুন ক্যাপসিকাম

চাইনিজ খাবারে ক্যাপসিকামের প্রচলন নতুন নয়। তবে গত কয়েক বছরে ঘরোয়া অনেক ধরনের রান্নাতেও এই সবজিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু সবুজ নয়, লাল-হলুদ নানা বাহারি রঙের ক্যাপসিকামকে অনেকে চেনেন বেল পেপার নামে। ক্যাপসিকাম বা বেলপেপার বললে মূলত স্বাদ ও সৌন্দর্যের কথা মাথায় আসে। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, শুধু স্বাদ বা সৌন্দর্য বৃদ্ধিই নয়, স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবেও ক্যাপসিকামের তুলনা নেই। চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে- ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ পাওয়া যায়, যা চোখ ভালো রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস প্রতিরোধ করতেও এর জুড়ি নেই। অতিরিক্ত ওজন কমাতে- লাল ক্যাপসিকাম হজমের ক্ষমতা বাড়ায়। যা পরোক্ষ ভাবে দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে। ত্বক ও অস্থি সন্ধি ভালো রাখতে- ক্যাপসিকামে ভিটামিন সি ও কোলাজেন পাওয়া যায়। এসব উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ত্বক ও অস্থি সন্ধি ভালো রাখতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে- ক্যাপসিকামে ক্যাপসিসিন নামের এক ধরনের উপাদান থাকে। এটি শরীরে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। চুল পড়ার সমস্যা কমাতে- চুল পড়ার সমস্যা কমাতেও বেশ কার্যকর ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামে থাকা কোলাজেন চুলের গোড়া ভালো রাখতে খুবই উপযোগী।

লোকসভা ভোটে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত নয়, বৈঠকে জানিয়ে দিল কমিশন

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দুই ডেপুটি কমিশনার রাজ্য নির্বাচন আধিকারিককদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই দুই কমিশনার জানিয়ে দিয়েছেন, কমিশনের সমস্ত নিয়ম সকলকেই অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক এবং জেলার নির্বাচনী আধিকারিকরাও। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে পরিস্কার জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে বলা হয়েছে, যে ভতার তালিকাকে সামনে রেখে আগামী বছর লোকসভা ভোট হবে, তা যেন ১০০ শতাংশ নির্ভুল থাকে। ভোটার তালিকায় কোনও মৃত ব্যক্তির নাম যাতে না থাকে, সেই ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। ভোটার তালিকায় কোনওরকম কারচুপি করা চলবে না। নতুন ভোটারদের নাম তোলার ক্ষেত্রে সমস্ত নথি খতিয়ে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনও শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না।

বৈঠকে আরও বলা হয়েছে, ১ নভেম্বর যে ভোটার তালিকা এবং আগামী বছরের ৫ জানুয়ারি যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে, তা নিয়ে যেন কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি অভিযোগ জানাতে না পারে। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সতর্ক থাকতে হবে। কমিশনের নিয়ম মেনেই বুথ তৈরি করতে হবে। বুথে পানীয় জল, শৌচাগার, বসার জায়গা, মাথার উপর ছাওনির ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশনের পর্য্যবেক্ষণ হল, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এতদিন পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন নির্দেশ রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ মানেনি। লোকসভা ভোটে কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা যে মেনে চলতে হবে, তা সোমবারের বৈঠকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

রাজ্যের নির্বাচনী অফিসারদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, কমিশনের কাছে তার সমস্ত তথ্য রয়েছে। লোকসভা ভোটে সেই ছবি যেন দেখা না যায়। যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে, এখন থেকেই তাঁদের গতিবিধির উপর জেলা প্রশাসনকে নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার। সেই ব্যাপারে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের সচেতন থাকতে হবে।

২০২১ সালের বৈঠকে দুই কমিশনারের কড়া সতর্কবার্তা, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিক ধূপগুড়ির উপনির্বাচনের যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে, লোকসভা ভোটে তাঁর যেন কোনও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

জেলা শাসকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পরেই বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসবে। তাদের ব্যবহার করার বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফের ভিনরাজ্যে প্রাণ হারালেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একজন। সূত্রের খবর, মৃতের নামে মোকলেসুর রহমান, বয়স ৩৩ বছর। খবর পৌঁছতেই হাহাকার পরিবারে। সোমবার সকাল থেকে মৃতের বাড়িতে আত্মীয়, পড়শিদের ভিড়। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এ নিয়ে গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের অন্তত তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলল।

জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগেই ধুলিয়ান থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করার উদ্দেশে দিল্লির সরোজিনী নগরে যান মোকলেসুর রহমান। দিন কয়েক পরেই বাড়ি আসার কথা ছিল তাঁর। রবিবার অন্যান্য দিনের মতো কাজ করছিলেন মোকলেসুর। সেসময় পানীয় জলের প্রয়োজন পড়লে মোটর চালু করেন।

কিন্তু তখনই মোটরে শর্টসার্কিট হয়, বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। তবু তড়িঘড়ি মোকলেসুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, রবিবার রাতেই মোকলেসুরের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয় পরিবারে। ধুলিয়ান পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কৃষ্ণপুরে তাঁর বাড়ি। ছেলে বাইরে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন, তা বিশ্বাসই করতে চাইছেন না পরিবারের সদস্যরা। খবর জানাজানি হতেই সোমবার সকাল থেকে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা।

ইতিমধ্যেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসতে তৎপরতা শুরু হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এদিকে, দিন কয়েকের মধ্যেই ফের একবার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে।

অনুব্রত কন্যার জামিনের আবেদনের শুনানি পিছল এক মাস

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জেলবন্দি অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আবেদনের শুনানি পিছোল ৪ মাস। দিল্লি হাইকোর্টে সুকন্যার জামিনের আবেদনের শুনানি হবে ২০২৪-এর ১০ জানুয়ারি।

এই আদালতেই জামিনের জন্য আবেদন করেছেন অনুব্রত মণ্ডলও। সেই জামিনের আবেদনের শুনানি হবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর। গরু পাচার মামলায় তিহাড়ে আপাতত বন্দি অনুব্রত ও সুকন্যা মণ্ডল।

দিল্লি হাইকোর্টে সুকন্যার জামিনের আবেদন আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে বলে খবর। অর্থাৎ এবছর আর জামিনের আবেদন না হওয়ার সম্ভাবনা। সামনের বছর জামিনের আবেদন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বীরভূমে ফিরে সুকন্যার পুজো দেখার আশায় কার্য্যত জল পড়ে গেল। পুজো কাটাতে হবে তিহাড়েই।

এই আদালতেই জামিনের জন্য আবেদন করেছেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু তিনি কি পুজোর সময় বের হতে পারবেন? এনিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি। সেপ্টম্বরের শেষদিকে সেই মামলার শুনানি হবে। তারপরই বোঝা যাবে তিনি আদৌ পুজোর সময় জেল থেকে বের হতে পারবেন কি না।

ইউএস ওপেন জয়, এবার সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পালা জোকোভিচের

যুক্তরাষ্ট্র, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দু''বছর আগের বদলা। দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে ইউএস ওপেন নিজের করে নিলেন টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। সবমিলিয়ে ক্যারিয়ারে ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন। এবার জোকোভিচের শীর্ষস্থানে ওঠার পালা। মানে আর একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেই টেনিস এককে (মহিলা ও পুরুষ) সবাইকে পেছনে ফেলে একাই মহীরূহ হয়ে উঠবেন সার্বিয়ান জোকার।

ছোট ব্যবসার জন্য আনুমানিক আয় প্রকল্প : নারায়ণ জৈন

ট্যাক্স গণনা সর্বদা একটি জটিল কাজ বলে মনে করা হয়। এই কারণেই, এই গণনার কাজ থেকে করদাতাদের মুক্তি দেওয়ার এবং করের বোঝা কমানোর অভিপ্রায়ে, ভারত সরকার অনুমানমূলক কর প্রকল্প শুরু করেছে। এই স্কিম গ্রহণকারী একটি ব্যবসার নিয়মিত অ্যাকাউন্ট বই বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। তারা একটি নির্দিষ্ট হারে আয় ঘোষণা করতে পারে। আয়কর আইন, ১৯৬১-এর অধীনে অনুমানমূলক আয় প্রকল্পের দু'টি ধারা রয়েছে। ধারা ৪৪-এডি এবং ৪৪-এই। যে ব্যবসাগুলি আনুমানিক আয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের, এমনকি তাদের অ্যাকাউন্ট বই নিরীক্ষিত করার প্রয়োজন নেই। আজ আমরা এখানে ধারা ৪৪ এডি সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলতে যাচ্ছি।

ধারা ৪৪-এডি কিছু নির্দিষ্ট ব্যবসা ব্যতীত, যাদের টার্নওভার বা মোট প্রাপ্তি ২ কোটি টাকার বেশি নয় যে কোনও ব্যবসায় নিযুক্ত করদাতাদের জন্য সাধারণত মোট টার্নওভারের ৮ শতাংশের সমান অনুমানমূলক আয়ের বিধান করে। এই স্কিমটি আবাসিক করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য যারা একজন ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বা অংশীদারিত্ব সংস্থা, কিন্তু সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সংস্থা নয়। টার্নওভার বা গ্রস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যা একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা অ্যাকাউন্ট প্রাপকের চেক বা অ্যাকাউন্ট প্রাপকের ব্যাঙ্ক ড্রাফের মাধ্যমে বা পূর্ববর্তী বছরে বা রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত তারিখের আগে বা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। সেই আগের বছরের ক্ষেত্রে ধারা ১৩৯(১)-এর অধীনে অনুমানমূলক আয় একই বিক্রয়/টার্নওভারে ৮ শতাংশের পরিবর্তে ৬ শতাংশ হারে গণনা করা হবে। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বেশি টার্নওভার সীমা - ধারা ৪৪-এডি-এর অধীনে অনুমানমূলক কর প্রকল্পের জন্য টার্নওভার বা গ্রস প্রাপ্তির সীমা ২০২৪-২৫ সালের মূল্যায়ন বছরে ২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে, তবে শর্ত থাকে যে নগদে প্রাপ্তি বা টার্নওভার মোট টার্নওভার বা মোট প্রাপ্তির ৫ শতাংশের বেশি হবে না।

এই স্কিমটি এমন একজন মূল্যায়নকারীর জন্য প্রযোজ্য নয় যিনি ধারা ১০এ, ১০এএ, ১০বি, ১০বিএ বা অধ্যায় ৬এ-এর ধারা ৮০-এইচএইচ থেকে ৮০-আরআরবি, পার্ট সি-এর কোনো বিধানের অধীনে ছাড় দাবি করেছেন। দাবি করেছেন। এছাড়াও, এই স্কিমটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় -

১) ধারা ৪৪-এএ (১) এ উল্লেখিত পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি

২) কমিশন বা ব্রোকারেজের মাধ্যমে আয় উপার্জনকারী ব্যক্তি বা

৩) একজন ব্যক্তি একটি এজেন্সির ব্যবসা পরিচালনা করছেন

ধারা ৪৪-এডিএস-এর অধীনে নির্ধারিত অনুমানমূলক আয় ঘোষণাকারী একজন মূল্যায়নকারীকে অ্যাকাউন্টের বই বজায় রাখার প্রয়োজন হবে না। যাইহোক, যদি একজন মূল্যায়নকারী দাবি করেন যে তার ব্যবসার মুনাফা ৮ শতাংশ বা ৬ শতাংশের কম কিন্তু তার মোট আয় সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তাকে অ্যাকাউন্টের বই বজায় রাখতে হবে এবং ধারা ৪৪-এবি-এর অধীনে অ্যাকাউন্টগুলি ফেরত দিতে হবে। ট্যাক্স অডিট করতে হবে।

অগ্রিম কর : এই ধরনের করদাতাদের ১৫ মার্চ বা তার আগে করের দায়বদ্ধতার ১০০ শতাংশের সমান অগ্রিম কর দিতে হবে।

কর্মরত অংশীদারের পারিশ্রমিক এবং সুদ - একটি ফার্মের ক্ষেত্রে, কর্মরত অংশীদারের পারিশ্রমিক এবং অংশীদারদের অগ্রিম মূলধনের উপর সুদ ঙধারা ৪০(বি) এর অধীনে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং সীমা সাপেক্ষেঙ্গ এই ধরনের আনুমানিক লাভ থেকে অনুমোদিত হবে না . এখানে উল্লেখ্য যে এই ধরনের আনুমানিক মুনাফা থেকে কোনো মূল্যায়নকারীকে অবচয় সহ অন্য কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ধারা ৪৪-এডি-এ নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম লাভ ঘোষণা করা :

যেখানে একজন যোগ্য নির্ধারক ধারা ৪৪-এডি অনুযায়ী কোনও পূর্ববর্তী বছরের জন্য মুনাফা ঘোষণা করেন না এবং তিনি অনুরূপ পূর্ববর্তী বছরের পরবর্তী ৫ মূল্যায়ন বছরের যে কোনোটির জন্য মুনাফা ঘোষণা করেন, যা ধারা অনুযায়ী নয়, তাহলে তিনি যোগ্য হবেন না। ধারা ৪৪-এডি(১) এর বিধানের সুবিধা দাবি করা। ৪৪-এডি ধারা ৪৪-এডি (১)-এর বিধান অনুসারে পূর্ববর্তী বছরের সাথে সম্পর্কিত মূল্যায়ন বছরের পরবর্তী ৫ মূল্যায়ন বছরের জন্য যেটিতে লাভ ঘোষণা করা হয়নি। এর মানে হল যে এই ধরনের ব্যক্তিকে ধারা ৪৪-এডি(৪) ধারায় নির্ধারিত শর্তের কারণে ধারা ৪৪-এডি এর অধীনে কর নির্ধারণে বাধা দেওয়া হবে। এছাড়াও তাকে ধারা ৪৪-এএ-এর অধীনে অ্যাকাউন্টের বই বজায় রাখতে হবে এবং ধারা ৪৪-এবি এর অধীনে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

এই বিষয়ে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে যেখানে মূল্যায়নকারী পাইকারি এবং খুচরা উভয় ব্যবসায় নিয়োজিত, সেখানে ধারা ৪৪-এডি এর বিধানগুলি পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে।

এখন অনুমানমূলক কর সম্পর্কে কথা বলা যাক, যেখানে মোট টার্নওভার বা মোট প্রাপ্তি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। যদি মূল্যায়নকারীর টার্নওভার বা স্থূল প্রাপ্তি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তাহলে অনুমানমূলক করের বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। (অবস্থি ট্রেডার্স বনাম সিআইটি ঙ২০১৬ঙ্গ ৭৩ ট্যাক্সম্যান.কম ২০৮ (সুপ্রিম কোর্ট))

এর সাথে, আসুন ৩০ থেকে ৩৮ ধারার অধীনে ডিডাকশন এবং অবচয় সম্পর্কে কথা বলি। নির্দিষ্ট আয়ের আনুমানিক পরিমাণ যোগ্য ব্যবসা থেকে নিট করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেইজন্য, ৩০ থেকে ৩৮ ধারার অধীন কোনো অবচয় বা অন্য কোনো কর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না উল্লেখিত আয়ের আনুমানিক পরিমাণ থেকে।

ধারা ৪৪-এডি সম্পর্কে কথা বলার সময়, এটিও মনে রাখা উচিত যে ধারা ৪৪-এডি ধারা ২৮ থেকে ৪৩-সি ওভাররাইড করে, কিন্তু এটি ধারা ৬৮ বা ধারা ৬৯ ওভাররাইড করে না। ধারা ৬৮ এবং ৬৯-এর অধীনে, এই ধরনের পরিমাণ আয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে (আইটিও বনাম দেবী সিং সোলাঙ্কি ৯৯ টিটিজে (জয়পুর ট্রাইব্যুনাল) ৮৯০)।

(লেখক অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

স্থায়ী সমিতি গঠনে স্থগিতাদেশ, হাই কোর্টে ঝুলে রানিনগরের ভাগ্য

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনে জটিলতা দেখা দিয়েছে। স্থগিতাদেশ জারি করেছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না বলেই নির্দেশ তাঁর। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

সোমবারই রানিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনের কথা ছিল। তার আগে রবিবার রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির দুই কংগ্রেস সদস্য এবং কাতলামারী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলে যোগ দেন। দলবদলের ফলে ২৭ আসনবিশিষ্ট রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছয় ঘাসফুল শিবির। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবিতে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী।

সোমবার সকালে কংগ্রেস নেতৃত্বে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠে মামলা।বিচারপতি আপাতত স্থায়ী সমিতি গঠনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেন। ইতিমধ্যেই যদি সভা হয়ে থাকে তাহলে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সুতরাং তার ফলে আপাতত ঝুলেই রইল রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের ভাগ্য।

বিনোবা ভাবেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সোমবার ভারতরত্ন আচার্য বিনোবা ভাবেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (ট্যুইটার)-এর মাধ্যমে ভারতরত্ন আচার্য বিনোবা ভাবেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি জানান, ভূদান আন্দোলনের মহান নেতা, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন বিনোবা ভাবে। তাঁকে জন্মবার্ষিকীতে শত শত শ্রদ্ধাঞ্জলী। আমাদের ঝাড়খণ্ড সরকার আচার্য বিনোবাজীর সংগ্রাম ও আদর্শকে আত্মস্থ করে কাজ করছে। আমাদের সরকারের অধীনে রাজ্যে এই প্রথম বহু মানুষকে তাদের জমি ফেরত দেওয়া হল। ঝাড়খণ্ড সরকার রাজ্যের মানুষের অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

দীপাবলিতে এবারও দিল্লিতে নিষিদ্ধ আতশবাজি, পরিবেশের সুস্থতাকেই গুরুত্ব কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বায়ুদূষণ রুখতে দিল্লিতে এ বছরও দীপাবলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সমস্ত ধরনের আতশবাজি। আতশবাজি পোড়ানোর পাশাপাশি বিক্রি ও মজুত রাখাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সোমবার দিল্লির সরকারের পক্ষ থেকে এমনটা জানানো হয়েছে। বিগত বছর গুলির মতো এবারও পরিবেশের সুস্থতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দূষণ নিয়ন্ত্রণে দীপাবলি উপলক্ষে আতশবাজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিল্লিতে যে কোনও ধরনের আতশবাজি তৈরি, স্টোরেজ, বিক্রি, অনলাইন ডেলিভারি এবং ফাটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ডিপিসিসি (দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি)-র তরফে পুলিশকে একটি সার্কুলার জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও লাইসেন্স জারি না করা হয়। উৎসব উদযাপন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশের যত্ন নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ... এই কারণেই আমরা দিল্লিতে গত ২ বছর ধরে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং দিল্লির মানুষ তা সমর্থন রয়েছেন।

মরক্কোর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রোনাল্ডো, খুলে দিলেন নিজের হোটেল

মরক্কো, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মরক্কোর ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বিশ্বব্যাপী নানা পেশার মানুষ। একইভাবে বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। মরক্কোয় রোনালদোর মালিকানাধীন হোটেলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য।

রোনাল্ডোর এই হোটেলটির নাম পেস্তানা সিআর সেভেন মারাক্কেশ। বিশ্বব্যাপী এই হোটেলের ৫টি শাখা রয়েছে, যার একটি এই মরক্কোর মারাক্কেশ শহরে অবস্থিত। রোনাল্ডোর বিলাসবহুল এই হোটেলটি এখন মরক্কোর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের লখনউতে ভারী বৃষ্টি, সোমবার সব স্কুল বন্ধের নির্দেশ

লখনউ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তর প্রদেশের লখনউতে ভারী বৃষ্টির কারণে সোমবার সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লখনউ-য়ের ডিসট্রিক ম্যাজিসট্রেট (ডিএম) ভারী বৃষ্টি কারণে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকদের হয়রানির কথা মাথায় রেখেই ডিএম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লখনউ-এর ডিএম এক্স-এ পোস্ট করে এই নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল পড়ুয়াদের বাড়ির বাইরে না বেরোনোর কথা বলা হয়েছে।

লখনউতে গত ১২ ঘন্টায় ৯০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার সন্ধ্যে থেকে শুরু হওয়া এই বৃষ্টিপাত সোমবার সকাল পর্যন্ত হয়েছে। যারফলে হয়রানির শিকার হয়েছেন লখনউবাসী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিকদের ত্রাণ তৎপরতা শুরু করতে এবং দুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ তহবিল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেসব স্থানে জল জমে রয়েছে সেইসব এলাকায় কার্য্যকর জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেন। দিল্লি এবং লখনউ সহ দেশের বেশ কয়েকটি অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বহু জায়গায় জল জমে রয়েছে। ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের অনেক জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে।

গুয়াহাটির জোড়াবাটে ২১ কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার তিন

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির জোড়াবাটে ২১ কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার করা হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের তিন মাদক কারবারিকে। ধৃতদের যথাক্রমে মহম্মদ আমির খান (৩১), মহম্মদ ইয়াকুব (২৯) এবং মহম্মদ জমির (৩৪) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত তিন মাদক কারবারি মণিপুরের বাসিন্দা।

সুনির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার ভোররাতে রাজ্য পুলিশের মধ্য গুয়াহাটি এবং পূর্ব জেলা কমিশনারেটের যৌথ দল অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী জোড়াবাট এলাকায় নাকা পয়েন্ট গড়ে তালাশি অভিযান চালায়। এক সময় দামি একটি গাড়ি নাকা পয়েন্টে আসলে তার গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালানো হয়। তালাশি চালিয়ে গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে হেরোইন ভরতি ১৯৮টি সাবানের কেস উদ্ধার করেন অভিযানকারী পুলিশের আধিকারিকরা। ওই সাবান কেস থেকে ২.৫২৭ কিলোগ্রাম ওজনের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক কালোবাজারে কমপক্ষে ২১ কোটি বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিন মাদক কারবারির বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা দফায় দফায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সৌদি আরব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সোমবার সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমন বিন আবদুল আজিজ আল-সৌদের সঙ্গে আলোচনার সময় এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সৌদি আরবকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসাবে বর্ণনা করে মোদী বলেন, উভয় পক্ষই পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করছে।

ভারত-সৌদি আরব কৌশলগত অংশীদারি পরিষদের প্রথম বৈঠকে মোদী এবং বিন সলমন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্য্যালোচনা করেন। বৈঠকে নিজের উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। আজকের বৈঠকে আমাদের সম্পর্ক একটি নতুন দিক ও শক্তি পাবে'। প্রসঙ্গত, বিন সলমন বর্তমানে জি-২০ শিখর সম্মেলন শেষে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন।

রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু যাত্রীর

কিষাণগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিহারের রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে ট্রেন থেকে পড়ে এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবক রিতেশ কুমার কোচধামন ব্লকের বাসিন্দা। সোমবার সকালে গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস ট্রেনটি কিষাণগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে পৌঁছালেই আচমকা ধাক্কা লেগে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন যুবক রিতেশ। আর ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আরও একজন সামান্য আহত হয়েছেন।

নিহত যুবক তার এক আত্মীয়ের সাথে কাজে যাচ্ছিলেন।কথিত আছে মৃত রিতেশ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ছিল।তখন কেউ তার মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ ও আরপিএফ। যুবকের দেহ কিষাণগঞ্জ স্টেশনে আনা হয়েছে। যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সোমবার রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান নীতীশ কুমার জানান, ট্রেনের গেটে ধাক্কা লেগে ট্রেনের নিচে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আবেদন করা হচ্ছে। বর্তমানে পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে।

তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ মহিলার মৃত্যু

তিরুপাত্তুর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে, ১৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার ভোররাতে তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুর জেলার নট্রামপল্লির কাছে। রাস্তায় থাকা একটি ট্যুরিস্ট ভ্যানের সঙ্গে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সংঘর্ষের ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলারা সকলেই একই গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা কর্ণাটকের মহীশূরে দুদিনের সফর শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় নিহত মহিলারা রাস্তার পাশে বসেছিলেন তখনই ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ৭ জন মহিলা বেঘোরে প্রাণ হারায়। মৃতদের নাম মীরা, দেবনাই, সেলভি, দেবকী, সাবিত্রী, কালবতী এবং গীতাঞ্জলি। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা ভেলোর জেলার আম্বুরের কাছে ওনানগুত্তাই গ্রামের একটি দলের সদস্য। ৮ সেপ্টেম্বর তাঁরা কর্ণাটকের ধর্মশালায় গিয়েছিলেন, সোমবার সকালে তাঁরা সেখান থেকে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন।

তিরুপাত্তুরের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সকালবেলা রাস্তার একধারে ভ্যানটি রাখা ছিল, দ্রুতগতিতে একটি ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় সাত মহিলা প্রাণ হারান। নটরামপল্লী থানায় মামলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীনদের মুখ্যমন্ত্রীর জন ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

হাওড়ার কারখানায় বড় আগুন

হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোণা হাই রোডে একটি ব্যাটারি চালিত যান তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। সপ্তাহের প্রথম দিন কারখানায় কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়লেন বেশ কিছু শ্রমিক।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম দশা দমকল কর্মীদের। আগুনে কারখানায় তৈরি কয়েকশো ই-রিক্সা, স্কুটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে খবর। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

সোমবার সকাল ৯টা ৪০ নাগাদ কোণা হাই রোডের বিডিও অফিসের সামনে একটি কারখানা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। শ্রমিকদের চিৎকার শোনা যায়। কারখানায় আগুন লেগেছে, তা বুঝতে পেরে দমকলে খবর পাঠানো হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দমকলের দুটি ইঞ্জিন কারখানায় পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। জানা গিয়েছে, এই কারখানায় তৈরি হয় ই-রিক্সা, স্কুটি এবং অন্যান্য ব্যাটারি চালিত যানবাহন। কারখানায় এই মুহূর্তে কয়েকশো নতুন স্কুটি রাখা ছিল। সেসব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

রবিবার ছুটির পর সোমবার সকালে কাজে গিয়েছিলেন শ্রমিকরা। কাজের মাঝেই দাউদাউ করে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে। প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। যদিও কেউ জখম হননি, সকলকে নিরাপদে কারখানা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, এতগুলো স্কুটি পুড়ে যাওয়ায় বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলেই আশঙ্কা তাদের।

খাগড়াবাড়িতে শুটআউট, গুলিবিদ্ধ হয়ে ব্যক্তির মৃত্যু

পুণ্ডিবাড়, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন মহিষবাথান এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম, সুশীলচন্দ্র দাস (৪২)। বাড়ি পার্শবর্তী খারিজা কাকরিবাড়ি এলাকায়।

রবিবার রাতে জাতীয় সড়কে ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহারের চকচকা এলাকার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রথমদিকে সকলেই দুর্ঘটনা ভাবলেও, পরবর্তীতে দেহে গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়।

মেটেলিতে হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির

মেটেলি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগানে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি হাতিটি এলাকার একটি রেশন দোকান সহ দুটি বাড়িতেও হামলা চালায়। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম প্রেম নায়েক। গতকাল রাতে চাপরামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে চালসা চা বাগানের দ্বারা লাইন এলাকায়। ওই সময় বাড়ির বাইরে বের হয়েছিলেন প্রেম নায়েক। হাতিটি তাঁকে বাড়ির পাশে রাস্তায় সুর দিয়ে তুলে আছাড় মারে। খবর পেয়ে রাতেই বাগানে পৌঁছোয় খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মী সহ মেটেলি থানার পুলিশ। খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা রাতেই গুরুতর আহত অবস্থায় প্রেম নায়েককে প্রথমে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও

মাছ চুরি রুখতে তারের বেড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় একটি পুকুরের সীমানা হিসাবে দেওয়া তারে পা লেগে এক শিশুর মৃত্যু হল। ওই তারে ছিল বিদ্যুৎপ্রবাহ। ছাত্রের নাম নূর সাইদ শেখ। বছর সাতেকের ওই শিশুর হরিহরপাড়ার রুকনুপুর উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নূর সাইদ সোমবার সকালে তার ভাইয়ের জন্য আইসিডিএস সেন্টারে খিচুড়ি আনতে যাচ্ছিল। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, সেন্টারের গা লাগোয়া একটি পুকুরে তার মালিক মাছ চুরি রুখতে চারপাশে তারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই তারে ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। সোমবার সকালে নূরের পা অসতর্কতাবশত সেই তারে লেগে যায়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়ে শিশুটি। মুখ থেকে গ্যাজলা বেরোতে থাকে। তার শরীর নীল হয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় শিশুটির।খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রতিবেশীরা ক্ষোভ উগরে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এইভাবে একটা আইসিডিএস সেন্টারের পাশের এলাকা, যেখানে নিত্য শিশুরা যাতায়াত করে, সেখানে কীভাবে বিদ্যুতের তার দিয়ে রাখতে পারলেন ওই ব্যক্তি?

অভিষেককে ইডি-র তলব নিয়ে তোপ মমতার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি-র তলব নিয়ে আরও একবার 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশ যাওয়ার আগে সোমবার নবান্নের এক সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বলেন, "অভিষেককে সারাক্ষণ বিরক্ত করা হচ্ছে। অকারণ হেনস্থা করা হচ্ছে ওকে। কোনও প্রমাণ নেই।"মমতা বলেন, "বারবার অভিষেককে নিম্ন আদালত, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ছুটতে হচ্ছে বিচারের জন্য! কী হয়নি ওর বিরুদ্ধে?"তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে ইডির তলবকে 'নতুন প্রজন্মের উপর আক্রমণ' হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন।মমতা বলেন, "আসলে ওরা তরুণ প্রজন্মকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এ সব মানবে না। হিম্মত নিয়ে লড়বে।" রবিবার সন্ধ্যায় টুইট করে অভিষেক নিজেই জানিয়েছিলেন, ১৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) তাঁকে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠিয়েছে ইডি। ওই দিনই আবার বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির বৈঠক রয়েছে দিল্লিতে। যে কমিটির সদস্য অভিষেক। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে কটাক্ষ করে অভিষেক লিখেছিলেন, "৫৬ ইঞ্চি ছাতির কাপুরুষতা ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না।"এর আগে গত ২০ মে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সূত্রে অভিষেককে প্রায় ১০ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সেই সময়ে 'নবজোয়ার' যাত্রা থামিয়ে চলে এসেছিলেন তিনি। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে অভিষেককে হাজিরার নোটিস দিয়েছিল সিবিআই। তারপর একবার ইডিও তলব করেছিল। কিন্তু সে বার অভিষেক জানিয়ে দেন, 'নবজোয়ার' শেষ হলেই পঞ্চায়েত ভোট। তারপর যা হওয়ার দেখা যাবে। তবে বেছে বেছে ইন্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির বৈঠকের দিনই অভিষেককে তলবকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসাবে দেখছে তৃণমূল।সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডুর গ্রেফতারিরও সমালোচনা করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চন্দ্রবাবুকে যে ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেটাও আমি ভাল ভাবে দেখছি না। অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তদন্ত হোক। তাই বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কাউকে জেলে পাঠিয়ে দিলাম, এটা ঠিক নয়।" বিজেপিকে মমতা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, "আজ সরকার আপনাদের। কাল অন্যরা আসবে। তখন তারাও যদি আপনাদের বিরুদ্ধে এগুলোই করে?"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

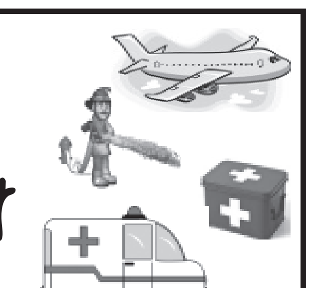

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরার বোর্ড তথা বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। বিদ্যালয়গুলির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও বছর বাচাঁও প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য বন্দে ভারত নামে একটি শিক্ষামূলক চ্যানেল চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বি'ান মনস্কতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার ২০২০-তে 'ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' এবং 'ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' চালু করেছে। ৩০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে জেইই/এনইইটি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জাতীয়মানের প্রতিষ্ঠানে কোচিং নেওয়ার জন্য প্রতি বছর রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, হালাম, মগ ইত্যাদি ৮টি জনজাতি ভাষায় পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। কলেজস্তর পর্যন্ত পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে। এছাড়াও নবম শ্রেণীতে পাঠরত প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকল বিতরণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষের বাজেটেও শিক্ষা বাবস্থার উন্নয়নকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। পিএম শ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এরজন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তি করার আবেদনের সুবিধার জন্য একটি পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে। সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে ৪৪,৬০০টি বাইসাইকেল বিতরণ করেছে। এই প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও চালু থাকবে। এরজন্য বাজেটে ৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা' নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন স্থানাধিকারী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। পিএম শ্রী এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণ করা হবে। এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুব সম্পদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা অগিবীর কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে ১১টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়নের পাঠ্যক্রমগুলি ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই নিপুন ত্রিপুরা' প্রকল্প চালু করা হয়। তাতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে ত'তীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের ৪ হাজার ২০০-এর উপর সরকারি ও সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কে 'নিপুন' ত্রিপুরা মিশনের আওতায় আনা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এনসিইআরটি-র অধিকর্তা এন সি শর্মা, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানমে' স্বাক্ষরতা এবং সংখ্যাত্বের হিসাবে সেরা ৫টি টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালসকে (টিএলএম) পুরস্ক'ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন।

জোট

● প্রথম পাতার পর

আদান-প্রদানের মাধ্যমে জিবিএ পরিবেশ বান্ধব জৈব-জ্বালানি ব্যবহারে গতি আনবে। তৈরি হবে বিরাট বাজার। উপকৃত হবে শিল্পমহল, বিভিন্ন দেশ এবং সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ।

ভারত এই জোটের ফলে বিভিন্ন দিক থেকেই উপকৃত হবে। এদেশের জি-২০ সভাপতিত্বের প্রত্যক্ষ সাফল্য হল জিবিএ। ফলে, বিশ্বের আঙিনায় ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এদেশে পিএম জীবন যোজনা, ছ্ব্বঙ্ক কিম্বা গোবরধন প্রকল্পের মতো জৈব-জ্বালানি ভিত্তিক কর্মসূচির পালেও হাওয়া লাগাবে জিবিএ। ২০২২-এ সারা বিশ্বে ইথানলের বাজার ছিল ৯৯০৬ কোটি মার্কিন ডলার। বার্ষিক গড় চক্রবৃদ্ধি হার ৫.১ শতাংশ ধরলে ২০৩২ সাল নাগাদ তা ১৬২১২ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি হয়ে উঠবে। আইইএ-র হিসেব অনুযায়ী নেট কার্বন নির্গমন শূন্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোলে ২০৫০ সাল নাগাদ জৈব-জ্বালানির বাজার ৩.৫ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এরফলে, ভারতের সামনে খুলে যাবে অপার সম্ভাবনার দরজা।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বাইরে যেইসব ঔষধের দোকান ঔষধ বিক্রি করছে সেই দোকানের তুলনায় অনেক কম দামে বাইরের দোকানে ঔষধ বিক্রি করা হয় বলে জানান দোকানের মালিকরা। যাইহোক কেউ কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হলে সেটা সারিয়ে উঠতে কার্যত সংশ্লিষ্ট পরিবারটির জন্য বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ঔষধ যে কতটা আঁকাছোঁয়া তা সহজে অনুমান করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কেমিক্যাল এন্ড ফার্টিলাইজার দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইজিং অথোরিটি দেশের সাধারণ ও গরিব মানুষের কথা মাথায় রেখে তাদের ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ওষুধের দাম নির্ধারণ করে। নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত ওষুধকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে একটি হল অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং অপরটি হল কম প্রয়োজনীয় ঔষধ। কোন কোন ওষুধ অতি প্রয়োজনীয় তা স্থির করে দেশের নীতি আয়োগ। ফলে এই তালিকার মূল্যবৃদ্ধি হার যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হয়।

অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ উৎপাদক থেকে বিক্রি পর্যন্ত লাভের সামঞ্জস্য যাতে ১৬ শতাংশের মধ্যে হয় সেটাও নিশ্চিত করে দেয় তারা। তবে অতি প্রয়োজনীয় মেডিসিনের ক্ষেত্রে এটা হয় না। সে ক্ষেত্রে ওষুধগুলির সংখ্যাটা হচ্ছে প্রায় মোট ওষুধের ৯০ ভাগ। আর সেক্ষেত্রে অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ীরা রোগী ও রোগীর পরিবারদের পকেট কেটে চলেছে। কখনো কখনো ১০ শতাংশ, আবার কোথাও ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয় বলে ক্রেতাদের সঙ্গে মশকরা করতে দ্বিধা করে না কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীরা। এখন আবার দেখা যাচ্ছে জেনেরিক মেডিসিনেও রোগী ও রোগীর পরিবারদের স্বস্তি নেই। যাইহোক খুচরো দোকান এবং জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার সব জায়গাতেই কতিপয়ের গালভরা চমক সাধারণ মানুষের পকেট কাটার ফন্দি। উদাসীন প্রশাসন। আর প্রশাসনের উদাসীনতা দিশেহারা সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ মানুষের অবস্থা ভাত খাবে, নাকি ঔষধ খাবে?

গণমঞ্চের

● আটের পাতার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষন (কেন্দ্রীয়) চালু করা, রাজ্যে ওবিসির প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্য জাতি ভিত্তিক লোক গণনা সহ ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিটি জেলায় হোস্টেল চালু করা হোক।

হাসিনা

● আটের পাতার পর

নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।'জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ফ্রান্সের অগ্রণী ভূমিকাকে বাংলাদেশ স্বাগত জানায় এবং এ লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বে একটি টেকসই তহবিল গঠনে ফ্রান্সের আহ্বানকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও, ফ্রান্সের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা বিনিময়ের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সচিবালয়ে ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

সুস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। জাইকা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদ সৃষ্টি। এই প্রকল্পে রাজ্যে মানুষের জীবনজীবিকার মানোন্নয়নে সুস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আজ ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে এস শেঠি, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজ্যে রূপায়িত জাইকা প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাইকা প্রকল্পের কাজগুলিকে আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন যাতে মানুষ দ্রত তার সুফল পেতে পারে।

সভায় ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও প্রকল্প অধিকর্তা ড. এ এম কানফাদে জানান, ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পটি বর্তমানে সাস্টেনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা (স্ক্যাটফর্ম) নামে রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১৯-২০ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এর মেয়াদ ১০ বছর। প্রকল্পের খরচ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি রাজ্যের ৭টি জেলায় রূপায়িত হলেও ধলাই জেলার ৩টি জায়গায়ও প্রকল্পটি চালু রয়েছে। তিনি জানান, সম্পতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় রাজ্যে বনায়ন প্রকল্প রূপায়নে দেশে ত্রিপুরাকে দ্বিতীয় সেরা পারফরমিং রাজ্য হিসাবে ঘোষনা করা হয়। সভায় প্রকল্প অধিকর্তা জানান, সাস্টেনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট- এর অর্ন্তগত রাজ্যে ৪৫০টি যৌথ বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭টি সেন্ট্রাল নার্সারি, ৩টি হাইটেক নার্সারী এবং ৮৬টি ডিসেট্রেলাইজড পিপলস নার্সারি গড়ে তোলা হয়েছে। সেন্ট্রাল নার্সারী এবং হাইটেক নার্সারিগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নও অব্যাহত রয়েছে বলে প্রকল্প অধিকর্তা ড. এ এম কানফাদে জানান। তিনি জানান, এগ্রো ফরেস্ট্রি রূপায়নের উদ্যোগ হিসেবে প্রাপ্ত ৩০৫৯ হেক্টরে বনাধিকার আইনের পা-া জমিতে ক্লাস্টার ভিত্তিতে বনায়ন করা হয়েছে। ৫,১৩০.৪৯ হেক্টর এলাকায় আর্টিফিসিয়াল রিজেনারেশন বনায়ন এবং ১৪, ৫৪১.৭০ হেক্টর এলাকায় এইডেড ন্যাচর‌্যাল রিজেনারেশন বনায়ন করা হয়েছে।

সভায় প্রকল্প অধিকর্তা জানান, .৫ হেক্টর এলাকার জলাশয়ে এখন পর্যন্ত ৫৬২টি চেকড্যাম এবং ২ হেক্টর এলাকার জলাশয়ে ৪৩৪টি চেকড্যাম খনন করা হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পে (স্ক্যাটফর্ম) ৩৩৭টি অমৃত সরোবর চেকড্যাম তৈরী করা হয়েছে। মানুষের জীবনজীবিকার মান উন্নয়নে ১২৩৭টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এই স্ব-সহায়ক দলগুলিতে যুক্ত মহিলাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়াও ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পে ২৯০টি মাল্টি ইউটিলিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ২৮টি বিট অফিস নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে ৩টি নতুন ইকো টুরিজম কেন্দ্রের উন্নয়ন সহ ৩টি ইকোপার্কের উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হবে। চিহ্নিত নতুন ৩টি ইকো টুরিজম কেন্দ্র হল সীতাছড়া জলাশয়, ডুম্বর জলাশয় ও জম্পইহিল।

জয়পুরে গণেশ চতুর্থীর আনন্দের শুভারম্ভ

জয়পুর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গণেশ জন্মোৎসব ও গণেশ চতুর্থী আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে পালিত হবে। এর আগেও সোমবার রাজস্থানের জয়পুরে সমস্ত গণেশ ঠাকুরের মন্দিরে গণেশ চতুর্থীর আনন্দ শুরু হয়। গজানন মহারাজের পুষ্য অভিষেক ও পতাকা পুজোর মধ্য দিয়ে জন্মোৎসবের কর্মসূচির সূচনা হয়। মন্দির চত্বরে গণেশজি মহারাজের ধ্বনি দেওয়া হয়। তার ফলে সোমবার চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে শহরের গড় গণেশ মন্দির, মতি ডুংরি গণেশ মন্দির, খাল গণেশ জি, শ্বেত সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির, ধ্বজা ধীশ গণেশ, পারকোটে গণেশ মন্দির সহ বিভিন্ন গণেশ মন্দিরে পঞ্চামৃত অভিষেক করা হয় ও গণেশকে বিশেষভাবে সাজানো হয়।সোমবার সকালে মতি ডুংরি মহন্তের উপস্থিতিতে ভগবান গণেশজি মহারাজের পঞ্চামৃত অভিষেক করা হয়। গজানন মহারাজকে ২৫১ কেজি দুধ, ২৫ কেজি বুড়া, ৫০ কেজি দই, ১১ কেজি মধু, ১১ কেজি ঘি, তারপরে গোলাপ জল, কেওড়া জল ও বিশুদ্ধ জল দিয়ে পঞ্চামৃত সহযোগে অভিষেক করা হয়।অভিষেকের পর ভক্তদের মধ্যে রক্ষা সূত্র ও হলদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এরপর পতাকা পুজো করে নতুন পতাকা পরানো হয়। গণেশ জি মহারাজকে ১০৮টি মোদক নিবেদন করা হয়। এই মোদক নৈবেদ্য ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গজাননকে নিবেদন করা হবে।

আশিষ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উনার এই অজ্ঞতা রাজ্যের শিক্ষার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অচলাবস্থা ডেকে এনেছে বলে মনে করে কংগ্রেস। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কম অপরাধী নন এই অচলাবস্থার সৃষ্টির পেছনে যেহেতু প্রায় ছ-মাস ধরে এই শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। নিজেকে স্বচ্ছ ও শিক্ষিত বলে প্রমান করতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে অর্বাচীনের মতো শিক্ষা দপ্তর চালাচ্ছেন তা নিয়ে বিস্মিত প্রদেশ কংগ্রেস। বাংলা মাধ্যমে সি.বি.এস.সি চালুর পেছনে অর্থনৈতিক লাভালাভের দুর্গন্ধও পাচ্ছে দল। ঘটনা যা-ই হোক বাংলা মাধ্যমে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের বর্তমান এই অচলাবস্থার জন্য বর্তমানের ডবল ইঞ্জিন সরকার যে দায়ী এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই বলে মনে করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। অন্যদিকে এই সি.বি.এস.সি ঝক্কি সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে রাজ্যের গরীব অংশের অভিভাবকরা। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যে " ফি " ধার্য করা হয়েছে (মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রায় ২০০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০০ টাকা) তা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে তারা। সব মিলিয়ে স্মরণাতীতকালে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের হতাশাজনক পরিস্থিতি আর কখনো এসেছে বলে মনে করতে পারছেনা রাজ্যের মানুষ। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা বলেছেন অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এই হতাশাজনক অবস্থা দূর করতে সরকার সচেষ্ট না হলে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস তার সমস্ত শাখা সংগঠনকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

বেতন ভাতা

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশীষ বসু। তিনি আরও জানান সব থেকে কম যারা বেতন পেতেন সেটিও এখন বর্ধিত করা হয়েছে। এনএইচএম কর্মীদের মধ্যে সব থেকে কম যারা বেতন পেতেন তাদের মূল বেতন ছিল ৯৫০০ টাকা, সেটি বৃদ্ধি করে মূল বেতন করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা। যারা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন তাদের বেতন ছিল ২১২০ টাকা, সেটি বর্ধিত করে করা হয়েছে ৩২৬০৫ টাকা। ডেন্টাল সার্জেন যারা ছিলেন তাদের মূল বেতন ভাতা ছিল ২০ হাজার টাকা, সেটি হয়েছে এখন ৩৫ হাজার টাকা। যাদের ১৫ বছরের কর্মদক্ষতা রয়েছে তাদের বর্তমান বেতন ছিল ৪৪১৩৩ টাকা, তারা বর্তমানে পাবেন ৭২৭৬২ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা ও বিভাগের উপর নির্ভর করে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব দেবাশীষ বসু। সরকারী কর্মচারী এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের বেতনের যে ফারাক ছিল সেটি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কিশোর উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

দুপুর থেকেই নিজের বাড়ি থেকে অভিজিৎ বর্মা নামের বারো বয়সী কিশোর মিসিং ছিলো। তার বাড়ি পশ্চিম ঘিলাতলী তে।তার বাড়ির লোকজন প্রথমে ভাবে সে হয় তো কোথাও খেলতে গেছে। আরও দেরী হওয়ায় তার বাড়ির লোক ভাবে অভিজিৎ হয় তো কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে। শেষে গভীর রাতেও সে বাড়ি ফিরে না আসায় শুরু হয় খুজাখুজি। কিন্তু কোথাও তার হদিস মেলে নি। রাত বারোটা নাগাদ অভিজিৎ এর বাড়ির লোকজন কল্যাণপুর থানায় মিসিং ডায়রি করে। এই খবর শুনেই কল্যাণপুর থানার ওসি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমেই সন্দেহ করেন যে ওই কিশোর তেলিয়ামুড়ার তৃষাবাড়ি রেল স্টেশন থেকে লোকাল কোন ট্রেন এ পালিয়েছে। তিনি সাথে সাথে তেলিয়ামুড়া থেকে শিলচর পর্যন্ত সব থানা এবং আর পি এফ কে ঘটনা জানান। রাত সাড়ে বারো টা তেই অভিজিৎ বর্মা কে সাদা পোশাকের পুলিশ, পুলিশ,আর পি এফ মিলে বদরপুর স্টেশন থেকে আটক করে আর পি এফ পোস্টে নিয়ে আসে। এই খবর পেয়ে অভিজিৎ এর বাবা সহ কল্যাণপুর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ রবিবার রাতেই বদরপুরের উদ্যোশ্যে রওয়ানা দেয়। তারা বদরপুর গিয়ে পৌঁছে সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ।সোমবার থানার তরফে সাদা পোশাকের পুলিশ বদরপুর থেকে অভিজিৎ কে উদ্ধার করে আনে। তবে মাত্র বারো বয়সের কিশোর কেন হটাৎ বাড়ি ছেড়ে আসামের দিকে পা দিলো তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এদিকে ছেলে কে ফিরে পেয়ে ছেলের মা আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেলেন।

কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় নয়া মোড়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এবার নয়া মোড়। বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার দ্বারস্থ হল সিবিআই। আলিপুর বিশেষ আদালতের নির্দেশ ছিল, কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই যুগ্মভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবে। সিবিআই এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।সম্প্রতি এই মামলার একটি শুনানিতে বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশ ছিল, কলকাতা পুলিশ ও সিবিআইকে যুগ্ম তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। সিবিআই-এর বক্তব্য, হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করছে সিবিআই ও ইডি। তাহলে কেন সিবিআই বিশেষ আদালত কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুগ্ম তদন্তের রিপোর্ট তলব করল?প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হুগলির বলাগড়ের বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের লেখা একটি চিঠি সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, তাঁর নাম নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃতদের মুখ থেকে বলানোর চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।ঠিক তার পরদিনই কুন্তল ঘোষ দাবি করেন, তাঁর মুখ থেকে অভিষেকের নাম বলানোর জন্য দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। এই মর্মে তিনি একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি সংক্রান্ত একটি মামলায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও সিবিআইকে যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত। সেই শুনানি সিবিআই আদালতে ভর্ৎসিতও হয়। আগামী বৃহস্পতিবার হবে হাইকোর্টের

পর্যটন থেকে বাবুল সুপ্রিয়কে সরিয়ে দায়িত্বে ইন্দ্রনীল সেন

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল। দায়িত্ব বাড়ল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, প্রদীপ মজুমদারের। পর্যটন থেকে বাবুল সুপ্রিয়কে সরিয়ে দায়িত্বে এলেন ইন্দ্রনীল সেন।বাবুল সুপ্রিয়ের হাতে এল তথ্য প্রযুক্তি, অচিরাচরিত শক্তি। পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমবায়ের দায়িত্বে প্রদীপ মজুমদার। অরূপ রায়ের হাতছাড়া হল সমবায়, দায়িত্বে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। বন দফতরের সঙ্গে শিল্প পুনর্গঠন দফতরের দায়িত্বে এলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।এর আগে মার্চ মাসে রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়েছিল। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর এবার নিজেই দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর থেকে সরানো হল গোলাম রব্বানিকে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। গোলাম রব্বানিকে পাঠানো হয়েছিল উদ্যান পালন দফতরে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।এর আগে ইন্দ্রনীলই পর্যটন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতি মন্ত্রী ছিলেন

বিজেপি কর্মী

● প্রথম পাতার পর

এবং সিপাহীজলা জেলা বিজেপি নেতা গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা বুকরুই কমিউনিটি হলে প্রবেশ করে এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলন শুরু করে। বৈঠক শেষ হওয়ার পর যখন বিজেপি দলের কার্যকর্তারা বুকরুই কমিউনিটি হলঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন তিপ্রামথা দলের কর্মী, সমর্থকরা বেশ কিছু বিজেপি কার্যকর্তাকে দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে টাকারজলা হরিয়াপাড়া পর্যন্ত নিয়ে যায়। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে বিজেপি কর্মীদের তরফ থেকে। বেশ কিছু বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রচন্ডভাবে তিপ্রামথা দলের কর্মী, সমর্থকরা মারধোর করে বলে অভিযোগ। যখন তিপ্রামথা দলের কর্মী, সমর্থকরা বিজেপি কর্মীদের মারধোর করতে থাকেন, তখন বিজেপি কার্যকর্তারাও একটা সময় তিপ্রামথা দলের কর্মী, সমর্থকদের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন বলে জানা গেছে। আঘাত পাল্টা আঘাতে উত্তপ্ত হয়ে যায় টাকারজলা হরিয়াপাড়া এলাকা। দুই দলের কর্মী, সমর্থকদের আঘাতে আম নাগরিকদের দুটি স্কুটি এবং তিনটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর। গ্রামের মানুষ এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে যে যার মত করে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। উভয় দলের মারপিট আটকাতে গিয়ে আহত হন টাকারজলা থানার ওসি রথীন্দ্র দেববর্মা এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল এবং নয়জন বিজেপি কর্মী। তাদের প্রত্যেককেই টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া খয়েছে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে বিশাল পরিমাণ পুলিশ বাহিনী। স্তব্ধ হয়ে পড়েছে টাকারজলা এবং জম্পুইজলা সড়কে মানুষ এবং যানবাহন চলাচল ।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ওই এলাকায় আরও কি কি উন্নয়ন করা প্রয়োজন, দলীয় বিভিন্ন বিষয় ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তিপ্রা মথা কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের উপর হামলে পরে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন, এবং গাড়ি বাইক ভাংচুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ ঘটনা সামাল দিতে গেলে তাদের উপরও আক্রমন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সুব্রত চক্রবর্তী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিপ্রা মথাকে লাল মথা বলে অভিহিত করলেন তিনি। বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মার বাড়িতে আক্রমণের বিবরণ তুলে ধরা হয় এদিন।

এদিন সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, রাজনৈতিক জমি খুঁজে না পেয়ে বিরোধীরা এই ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করছে। তার বিরুদ্ধে বিজেপি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এগিয়ে চলো থেকে শুভেচ্ছার ঢালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা আজ আইপিএল ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে এবারই প্রথম। আই পি এলের ট্রায়ালে ডাক পেলেন এক ক্রিকেটার। ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের অলরাউন্ডার প্রীয়াঙ্কা দাস আই পি এলের ট্রায়াল দিতে মঙ্গলবার গুজরাট যাচ্ছেন। গুজরাট টাইটেন্স দলে ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর ট্রায়াল দেবেন। সোমবার ছোট্ট তথা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রীয়াঙ্কাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালো তাঁর দল এগিয়ে চলো সঙ্ঘের কর্তারা। উমাকান্ত আকাদেমির সামনের মাঠে প্রীয়াঙ্কার হাতে পুষ্পস্তবক এবং স্মারক তুলে দেওয়া হয় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। পরে সঙ্গের সচিব সুমন্ত গুপ্ত বলেন, 'রাজ্যের গর্ব এখন প্রীয়াঙ্কা। ওর দিকেই আগামী তিন দিন তাঁকিয়ে থাকবে রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা। বিশ্বাস করি গুজরাট টাইটেন্স দলে সুযোগ পেয়ে নজীর গড়বে ওই অলরাউন্ডারটি। যা দেখে অনুপ্রানিত হবে রাজ্যের খুদে ক্রিকেটাররাও'। ২০০৫ সালে ক্রিকেট অনুরাগী থেকে আত্মপ্রকাশ ডান হাতি ওই অলরাউন্ডারটি। দুবছর পার না হতেই ত্রিপুরার হয়ে সুযোগ পেয়ে যায় জাতীয় ক্রিকেটে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার হয়ে ১০০ এর উপর ম্যাচ খেলে নিয়েছেন। বল হাতে উইকেট ১২৯ টি। ব্যাট ও বলের পাশাপাশি দুরন্ত ফিল্ডিংও করেসে। অগ্রিম সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত প্রীয়াঙ্কা বলেন,'আমার উপর রাজ্যবাসীর আশা এবং প্রত্যাশা বেশী। চেষ্টা করবো আই পি এলে খেলার সুযোগ করে নিতে'। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দুই কোচ দেবজ্যোতি দত্ত, বিশ্ব রঞ্জন সাহা এবং সঙ্ঘের খুদে ক্রিকেটাররা।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট*

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৪	৩	১	০	১১-৪	১০
এগিয়ে চলো	৪	৩	১	০	৮-১	১০
ফরোয়ার্ড	৪	২	২	০	৭-৪	৮
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৫	২	১	২	৫-৮	৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
জুয়েলস	৪	১	০	৩	৯-১০	৩
টাউন ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-৯	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৫	১	০	৪	৫-১৫	৩

মেসিকে ছাড়াই জয় পেল ইন্টার মায়ামি

মায়ামি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন লিওনেল মেসি। ফলে তাকে ছাড়াই ইন্টার মায়ামিকে মাঠে নামতে হচ্ছে। বিশ্বকাপজয়ী তারকা যোগ দেওয়ার পরে এখনও মিয়ামি হারের মুখ দেখেনি। এবার মেসিকে ছাড়াই জয় পেল মায়ামি। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর সাড়ে ৫টায় ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মুখোমুখি হয় ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং কানসাস সিটি। ম্যাচটিতে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে মায়ামি।

লীগ ফুটবল : অবনমন বাঁচানোর লড়াইয়ে সফল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, চাপে বীরেন্দ্র

ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন: ১(হায়ুং) বীরেন্দ্র ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। তাও ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে। অবনমন থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে দু-দলের কাছেই ম্যাচটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওই ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন শিবিরে অনেকটা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। নয় দলীয় প্রথম ডিভিশন লিগ আসরে এই মুহূর্তে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৬ ম্যাচের দুটিতে জয়ী হয়ে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স বা সুপার ফোরে খেলা এখনও অধরার তালিকায় চলে না গেলেও অবনমন বাঁচানোর বিষয়টা যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। এখন অবনমনের জুজু তাড়া করে বেড়াচ্ছে বীরেন্দ্র ক্লাব ও টাউন ক্লাবকে। তবে জুয়েলস এসোসিয়েশনও চার ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে তারাও কিছুটা সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, সোমবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের কুড়ি তম ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ন্যূনতম গোলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করেছে। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ৩৬ মিনিটের মাথায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের পক্ষে হায়ুং জমাতিয়া একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়।

পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের ছেলেরা গোলটি শোধ করতে একাধিকবার আক্রমণ মুখী হলেও কার্যত সফল হয়নি। উপরন্ত গোলটি হজম করার আগেই বীরেন্দ্র ক্লাবের মঙ্গল সিং জমাতিয়া খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ড দেখে সতর্কিত হন। শেষ পর্যন্ত ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের হাইয়ুং-এর জয়সূচক গোলে জয় ছিনিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়।

ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, তপন কুমার দেবনাথ ও প্রতাপ দাস। দিনের খেলা টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশন, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

মনোজিত, সমীর দেববর্মারা স্বাক্ষর করলো ইউবিএসটি ক্লাবের হয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ঘরোয়া ক্রিকেটে লিগের লক্ষ্যে দলবদল শুরু হয়েছে গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া জারি থাকবে।

প্রতি দিনের মতো সোমবার ও ক্রিকেটাররা তাদের পছন্দমতো দলের হয়ে খেলার জন্য সাক্ষর করলো। এদিন বিভিন্ন দল থেকে ইউ বি এস টি ক্লাবের হয়ে টোকেন তুলে জমা দিলো সুকান্ত রিয়াং, মনোজিৎ দাস, সায়নতন দেববর্মা, সমীর দেববর্মারা। ক্লাবের এক কর্মকর্তা জানালেন, এবছর রাজ্য এবং বহিরাজ্যের বেশ কিছু নতুন মুখ নিয়ে দল গঠন করা হবে। প্লেয়াররা ভালো খেলা উপহার দেবে বলেই আশা প্রকাশ করেন কর্মকর্তারা।

ভর্তির তারিখ বর্ধিতকরনের বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় (MSDE) এর অধঙ্গীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেইনিং (DGT) ২০২৩-২৪/২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে আইটিআই-র ভর্ত্তির শেষ তারিখ ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। তাই আসন খালি থাকলে ঐ নির্দেশাবলীর নিরিখে আগে এলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে পূর্বে বিজ্ঞাপিত সূচি অনুযায়ী চলমান ভর্ত্তি প্রক্রিয়ার শেষ তারিখ ১৫/০৯/২০২৩ইং এর পরিবর্তে ২২/০৯-২০২৩ইং। যেহেতু ২৩/০৯/২০২৩ইং ত্রিপুরা সরকারের চতুর্থ শনিবারহেতু ছুটি। পর্যন্ত চলবে। আরও বিস্তারিত জানতে আইটিআই খোয়াইয়ের ট্রেইনিং সেকশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(প্রণয় দেববর্মা) অধ্যক্ষ আইটিআই খোয়াই
সোনাতলা, খোয়াই ত্রিপুরা।

ICA/D-951/23

অবনমন রুখতে ভাইটাল ম্যাচে বীরেন্দ্র ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর। অপেক্ষাকৃত দুই দুর্বল প্রতিপক্ষ মুখোমুখি আগামীকাল। খেলবে বীরেন্দ্র ক্লাব এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। ৯ দলীয় আসরে আপাতত দু-দলই রয়েছে পেছনের দিকে। ফলে লিগে কিছুটা এগিয়ে যেতে এবং অবনমনের খাড়া থেকে বাঁচতে দু-দলই আগামীকাল জয় চাইছে। দু-দলই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। শেষ ম্যাচে ত্রিবেণী সঙ্ঘের বিরুদ্ধে জয় বাড়তি মনোবল জাগালো ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ফুটবলারদের। কোচ মাখন লাল জমাতিয়া সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশবাদী। আজ মূলত লড়াই হবে ত্রিপুরার ফুটবলের মক্কা হিসাবে পরিচিত জম্পুইজলা বনাম কিল্লা-র মধ্যে। জম্মুইজলার ফুটবলারদের নিয়ে গড়া বীরেন্দ্র ক্লাব চাইছে কিল্লার ফুটবলারদের নিয়ে গড়া ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে। ফলে লড়াই জমবে আশা করছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

স্কুলস্তরীয় রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। ঐদিন বিকেল সাড়ে তিনটায় স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পশ্চিম জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বছরের বালক বালিকা উভয় বিভাগে রাজ্য ভিত্তিক তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হবে। চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে এই প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মেয়র দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, পশ্চিম জিলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। একই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শারীর শিক্ষক অমিয় দাস এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় কে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি মদন বণিক সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ফরে দেখা : ২০০৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অভিষেক

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর হি.স.): আগামীকাল ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অভিষেক। সেবার শুরু হওয়া এই বিশ্বকাপ এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল আইসিসি। তবুও শুরুর মুহূর্তে প্রশ্ন ছিল ক্রিকেটের এই ছোট সংস্করণ কি পারবে ক্রিকেটের অন্য সংস্করণের মতো টিকে থাকতে?

সব প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ফাইনালে খেলতে নেমেছিল ভারত- পাকিস্তান। ফাইনালে ভারত পাকিস্তান যখন

তখনতো উত্তেজনা থাকবেই।হয়েছেও তাই। সেদিন দারুন একটা জমজমাট ফাইনাল দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব।সেবার ফাইনালে ধোনির ভারত পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আইসিসিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে দারুন একটা বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে দেখা যাক ২০০৭ বিশ্বকাপের দিকে:

আন্তর্জাতিক টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

Central Selection Committee 2023
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Date:-11/09/2023

Notice for Spot counseling of Diploma 3rd Semester admission for ITI pass out students

This is for information to all eligible and intending candidates who's names are enlisted in CSC published merit list 2023 **for admission in Diploma 3rd Semester** in various Polytechnics through lateral entry, but could not get themselves admitted in any Polytechnic through CSC are advised to appear in person for **spot counseling** as per the schedule given below:-

Date of Counseling	14th September 2023
Registration time of Counseling	From10:30AM Within 11:20 AM
Place of Counseling	Office of CSC at Birchandra State Central Library, Akhaura Road, Adjacent to DM West Office Agartala, Tripura(w).
Date of Admission	14/09/2023 and 15/09/2023

NB:
1. Candidates are instructed to bring all relevant original documents
2. One guardian should accompany the student

Sd/-
(Vice Chairperson CSC-2023)

ICA/D-947/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 12/EE/LTV/PWD/M/2023-24 Dated. 30/08/2023
i). DNIe-T No:-22/DNIT/SE-V/AMB/2023-24
E/C:- Rs/-1,00,51,771.00 E/M:- %.2,01,035.00 Time/Period :- 180days
ii). DNIe-T No:- 23/DNIT/SE-V/AMB/2023-24
E/C:- Rs/- 95,13,188.00 E/M:- %.1,90,264.00 Time/Period 2-4 0days
iii). DNIe-T No:- 30/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2023-24
E/C:- Rs/- 23,29,489.00 E/M:- %.46,590.00 Time/Period ;- 90days
'iv). DNIe-T No:- 27/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2023-24
E/C:- Rs/- 24,19,553.00 E/M:- %.48,391.00 Time/Period :- 90days
Last date & time for online Bidding:-21/09/2023 upto 3.00 P.M/ Bid Fee:- 2. 4,000.00 (For SI.No.i & 2) Bid Fee:- Rs/- 1,000.00 (For SILNo.3 & 4)
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the •-procurement portal https:/tripura tenders.goy.in

(For & on behalf of the
Governor of Tripura)
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

ICA/C-2214/23

MEMORANDUM

The tender for the work"Ordinary mtc of various roads under Bishramganj Sub-Division /SH:- Providing road™tfatfic signs on various roads during the year 2023-24,(2"call)." bearing DNle-T No:16/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2023-24,dated,04/07/2023 and e-procurement Tender ID No :- 2023_CEPWD_40550_1 Published vide PNIT No:- 14/EE-BRG/PWD/2023-2024 which was circulated vide this office me mo No- F.17(03)/EE-BRG/PWD/2984-3049, Dt 02/08/2023, is hereby cancelled due

ICA/C-2219/23

Executive Engineer,
Bishramganj Division, PWD (R&B),
Bishramganj, Sepahijala: Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: - 03 / EE-NHD/PWD (NH)/AGT/ 2023-24, Dated: Agartala, the 30th August, 2023.

The Executive Engineer, PWD (NH) Division, Netaji Chowmuhani, Agartala, Tripura West invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20.09.2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No. 03/CE/PWD(NH)/SPA/2023-24	₹ 58, 71, 96,207.00	₹.1, 17, 43,884.00	24 (twenty four) Months

1. LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING - 20.09.2023 upto 3.00 P.M.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID - 20.09.2023 at 3.30 P.M.
3. Pre Bid Conference date: 13.09.2023 at 12.00 PM.
4. DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION - https://tripuratenders.gov.in
5. CLASS OF TENDERER - Appropriate Class

Please note here that all details can be seen on website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor of Tripura

s/d
(Er. Anjan Kr. Das)
Executive Engineer,
NH Division, PWD (NH)
Agartala, West Tripura

ICA/C-2224/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ইউপিএসসি'র প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের হাতে স্কলারশিপ তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজ্যের ৩ জন পরীক্ষার্থীকে আজ 'লক্ষ্য-চিফ মিনিষ্টার স্পেশাল স্কলারশিপ' প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা তার সরকারি আবাসে স্কলারশিপ প্রাপক প্রত্যেকের হাতেই ৫ লক্ষ টাকার ম'রীপত্র তুলে দেন। সে সময় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় রাজ্যের তরুণদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 'লক্ষ্য-চিফ মিনিষ্টার স্পেশাল স্কলারশিপ' চালু করেছে। যেসব পরীক্ষার্থী ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেইন পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাবে এবং মেইন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাবে তারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। এক্ষেত্রে প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মেইন পরীক্ষার জন্য এককালিন ২০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ দু'টি স্তরে উত্তীর্ণদের মোট ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদানের সংস্থান এই প্রকল্পে রয়েছে। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে রাজ্যের ৪ জন পরীক্ষার্থী স্কলারশিপ পেয়েছেন। এরমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পেয়েছেন ১ জন এবং চলতি অর্থবর্ষে পেয়েছেন ৩ জন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে। এই প্রকল্পে স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং প্রত্যেকের বাৎসরিক পারিবারিক আয় ১০ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারবে না। আজ যাদের 'লক্ষ্য-চিফ মিনিষ্টার স্পেশাল স্কলারশিপ' প্রদান করা হয় তারা হলেন-দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের জয় দেবনাথ, আগরতলার অভয়নগরের জ্যোতিমান চাকমা ও আগরতলার ক'ষ্ণনগরের ভিক্টর দেববর্মা।

চিকাগো ভাষণ স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর।। ১৩০ বছর আগে এইদিনে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় ধর্ম সংসদে তাঁর ভাষণে বিশ্বের ঐক্য এবং সম্প্রীতির লক্ষ্যে যে ডাক দিয়েছিলেন, তার অনুরণন আজও অনুভব করা যায় বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।এক্স-এর একটি পোষ্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:১৩০ বছর আগে এইদিনে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় ধর্ম সংসদে তাঁর ভাষণে বিশ্বের ঐক্য এবং সম্প্রীতির লক্ষ্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার অনুরণন আজও অনুভব করা যায়। বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে স্বামীজির ওই সময়োত্তীর্ণ বার্তা আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে।

৬ দফা দাবী আদায়ে ডেপুটেশন গণমঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ওবিসি সংরক্ষণ সহ ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে গণমঞ্চ।সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জীবন ভৌমিক জানিয়েছেন, ১৯৮৮ সাল থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় ওবিসি সংরক্ষন সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করার পর সংরক্ষণ চালু করে নি। তাদের দাবি, ৩১ -গ ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় ওবিসিদের জন্য সংরক্ষন সংক্রান্ত বিল পাশ করা হোক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়), এন আই টি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের স্বশক্তিকরণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছেঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। মহিলাদের স্বশক্তিকরণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে স্বসহায়ক দলগুলিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে। আজ কা'নবাড়ি কমিউনিটি হলে 'বিজয়ী ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন' অফিসের ও মেগা ক্রেডিট ক্যাম্পের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। উল্লেখ্য, কুমারঘাট ব্লকের ৭টি প'ায়েত এলাকার ২৩১টি স্বসহায়ক দল ও ১৪টি ভিলেজ অর্গানাইজেশান নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রথম মহিলা পরিচালিত বিজয়ী ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস প্রমুখ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দল ছিল ৩ হাজার ২০০টির মতো। এখন রাজ্যে ৫১ হাজার ২০০টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলোকে নিয়ে ক্লাস্টার তৈরী করা হয়েছে ৯০টি। তিনি বলেন, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে স্বসহায়ক দলগুলিকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঋণ দেওয়া হয়েছে ৮০৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। কুমারঘাট ব্লকেই স্বসহায়ক দলের সাথে ১৪ হাজার ১১০ জন মহিলা সদস্যা যুক্ত রয়েছেন। স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত হয়ে যারা স্বনির্ভর হতে চান তাদের পাশে সরকার রয়েছে।
অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস বলেন, গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত করে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে কৃষি, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন ও বাঁশভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার উপর তিন গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজয়ী ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের সভাপতি সোমা রাণী দাস ও ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মদনমোহন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারঘাট ব্লকের বিডিও সুদীপ ভৌমিক। তিনি জানান, কুমারঘাট ব্লকে ৬টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন তৈরী করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও পার্থ সাহা ও কা'নবাড়ি গ্রামপ'ায়েতের উপপ্রধান শেলী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ৭টি স্বসহায়ক দলকে ৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অতিথিগণ স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের হাতে চেক তুলে দেন।

পানীয় জলের সংকটে ফের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। গত ১৫ দিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে আজ সকালে প্রতিবাদে অমরপুর-অম্পিনগর ভায়া তেলিয়ামুড়া সড়ক পথ অবরোধে করলেন রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এমপ্লয়িজ কলোনির প্রমীলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অভিযোগ, গত পনেরো দিন যাবৎ রাঙ্গামাটি এমপ্লয়িজ কলোনিতে পানীয়জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে।ফলে নিত্যদিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।এ বিষয় নিয়ে একাধিক বার প্রসাশনকে জানানো হলেও কোনো কর্নপাত করেননি।তাদের আরও অভিযোগ, মেশিনের গোলযোগ ও পঞ্চায়েতের পাম্প অপারেটরের গাফিলতির কারনেই পানীয়জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে।
অবশেষে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশনের উচ্চ পদস্থ আধিকাবিকবা।তাবা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

শহরে শিশুদের স্কুলে আগুন অল্পেতে রক্ষা পেল কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইউরো কিডস নামক একটি কচি কাঁচা শিশুদের স্কুলে সোমবার অগ্নিকাণ্ডে অল্পে প্রাণে বেঁচে যায় কচি কাঁচা ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের নিচ তলায় সিড়ির কাছে বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে জানা গেছে। আগুন মুহুর্তে বিপদজনক আকার ধারণ করে। ওই সময় সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার সাথে সাথেই অভিভাবকরা আগুন নেভানোর জন্য মজুদ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কে সৃষ্টি হয় মুহূর্তেই। অবশ্য অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিচ তলায় ঘটলেও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস হতো ওপরের তলায়। তবে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে অভিভাবক এবং স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক শিক্ষিকা জানিয়েছেন, আগরতলা বনমালীপুর রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন ইউরো কিডস নামক একটি কচি কাঁচা শিশুদের স্কুলে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। অল্পতে রক্ষা পায় শিশুরা। সিড়ির মুখে ঘটে অগ্নিকাণ্ডটি। ফলে সকলেই আতংকিত হয়ে পড়ে। কেননা, চারতলা স্কুলে প্রতিটি তলাতেই ছিলো শিশুরা। তবে নিরাপদে শিশুদের উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসন কিভাবে এ ধরনের একটি দালান বাড়িতে শিশুদের জন্য স্কুল খোলার অনুমতি দিয়েছে। কেননা একটিমাত্র সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করার ব্যবস্থা রয়েছে। যা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথেষ্ট বিপদজনক।

লংতরাইভ্যালী শাখা কমিটির অঙ্কন মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ সেপ্টেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনন মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি অনুমোদিত লংতরাইভ্যালী শাখা কমিটি। মনু কমিউনিটি হলে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ছামনু কেন্দ্রের বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা। বিশেষ চিত্রকারিতায় কৃতিত্ব রাখার জন্য মহকুমার বিভিন্ন আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি মহকুমার সাংবাদিকদের সম্মাননা দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা বলেন আর্ট হচ্ছে মনন ও ব্যক্তি চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি আর্টের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সমাজের কল্যাণে ও মানব সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য থাকতে হবে। তিনি অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন সমাজের অকল্যানে যাতে তারা জড়িত না হয় সেই শিক্ষাও দিতে হবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রের এমডিসি সঞ্জয় দাস, ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির সভাপতি কপিল কান্তি দাস, সোসাইটির চেয়ারম্যান নিহারেন্দু বিকাশ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বাংলাদেশ-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আজ ঐতিহাসিক দিন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যকার পাঁচ দশকের অধিক সময় চলমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আজ ঐতিহাসিক একটি দিন বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, 'আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন, আজ তা একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।'সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় তিনি ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফররত ফ্রান্স প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে আমার সার্বিক বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে ফ্রান্স বাংলাদেশের নীতি প্রণয়নের সার্বভৌমত্বকে সম্মান ও সমর্থন জানিয়েছে। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যকার এই নতুন কৌশলগত অগ্রযাত্রা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা উভয়েই আশাবাদী।'বিগত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশে চলমান সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, উন্নয়ন এবং সুশাসন এই নতুন সম্পর্কের মূলভিত্তি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ফ্রান্স সরকার বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিমূলক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বলেও জানান তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতির অভাবনীয় ও ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় ফ্রান্স সরকারের আস্থার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সুবিধা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। এজন্য আমি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বে ফ্রান্স সরকার ও ফ্রান্সের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর এই সফরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ফ্রান্স আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৌশলগত সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে উন্নত ও বিশেষায়িত কারিগরি সহায়তা প্রদানে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুন্নয়নের ছবি ঋষ্যমুখ বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চল গুলিতে ঘুরলে পরে কিছু কিছূ বিষয় চোখে পড়বে উন্নয়নের প্রশ্নে কিছূ কিছূ কাজ পড়ে আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনার চাইতে সমালোচনা হচ্ছে বেশি, অথচ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী আমলা যারা রয়েছেন তাঁদের পরিকল্পনা পর্যালোচনা যদি ঠিক থাকতো তাহলে এই সমালোচনা গুলি হত না, একটু সাবধানী হলে পরে সেই সব জায়গায় গড়ে উঠা দালান বাড়ি প্রতিষ্ঠান যে গুলি গড়ে উঠেছে সে গুলি প্রপার ওয়েতে ব্যবহৃত হত, মানুষের কাজে আসতো, অথচ তা না হয়ে লক্ষ কোটি টাকার সে সব সম্পত্তি অনাদরে তিল তিল করে ধংস হচ্ছে।এবার ফিরে আসি মূল ঘটনায়, সাল ২০১৭ বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন এলাকায় ত্রিপুরা বাজারে গড়ে ওঠে বাম জমানায় হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার, প্রায় ছয় বছর হল এই সেন্টার তৈরী হয়েছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তৈরী সেই উদ্দেশ্য এখনো সফল হয়নি, ব্যস্ততার জায়গায় স্থান নিয়েছে ঘন জঙ্গলের, আমরা যখন গেছি তখন কিছু এলাকাবাসী এসে আমাদের কাছে জানতে চান দাদা আমাদের এই হাসপাতালটির উদ্বোধন কবে হবে আমাদের কাছে ও তেমন কোন সদুত্তর ছিলোনা বললাম দেখা যাক, হাসপাতাল চত্তরে স্বাস্থ্য কর্মীদের থাকার ঘর বেশ সুন্দর ভাবে তৈরী করে রাখা আছে, যতদূর জেনেছি ইতিমধ্যে দক্ষিণ জেলা প্রতিবন্ধি পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে গেছেন দপ্তরের আধিকারিকগণ, সূত্রে প্রকাশ খুব সহসায় এই ওয়েলনেস সেন্টারের একটি অংশে তৈরী হতে যাচ্ছে জেলা প্রতিবন্ধি পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যালয়, বাকি অংশটিতে যথারীতি চলবে হেলথ ওয়েলনেস সেন্টারের কাজকর্ম।

শিশুশিল্প শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে শিশুশিল্প শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে ছিল কনটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফট। এই সেমিনারে বৃক্ষে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের কার্যকরী সদস্য কাজল দাস, ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় পদার্থবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রঘুনন্দন দাস, কনটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফটের পক্ষে ধর্মনগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্কন শিক্ষক পরেশ নাথ, কন টেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফটের উত্তর জেলার বিভিন্ন পদে আসীন কর্মকর্তারা। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অভিভাবক এবং শিশু শিল্পীদের নিয়ে মূলত এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এনসিইআরটি সিলেবাস অনুযায়ী কেমন করে শিশুদের অঙ্কন শিক্ষাদানের মাধ্যমে বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি পাওয়া সম্ভব এবং অংকন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তার ভবিষ্যৎ এই সেমিনারে মুখ্য বস্তু হিসেবে উঠে আসে। বর্তমানে অংকন একটি সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অংকন খুবই দরকারি ভূমিকা পালন করে। তাই অঙ্কনকে শুধুমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ না করেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

টিআরটিসিতে ই-টিকেটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। আজ এক অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে টি আর টি সি ইটিকেটিং ব্যবসা চালু করেছে।টি আর টি সি-র চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেবের হাত ধরে ইটিকেটিং সিস্টেম চালু হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্লিয়ার ট্রিপ প্রাইভেট লিমিটেড টি আর টি সি-র সমস্ত কাস্টমারদের ভ্রমণের জন্য এখন থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ওড়ানের জন্য বিভিন্ন বিমান সংস্থার টিকিট কাটার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।
এদিন এই অনুষ্ঠানে উপসিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায় টি আর টি সির ডিরেক্টর অশোক পাল সহ অন্যান্যরা।
এ বিষয়ে আর টি সি-র চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব বলেন, যাত্রী সাধারনের সুবিধার্থেই এই ব্যবস্থা চালু করল টি আর টি সি কর্তৃপক্ষ। পে টিএম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বাস পরিষেবা আগরতলা থেকে সাব্রুম এবং আগরতলা থেকে খোয়াই বিভিন্ন টিকিট কাউন্টারে এবং টি আর টি সি-র বাসগুলিতে পে টিএম কিউআর কোড সক্ষম সাউন্ড বক্স এর মাধ্যমে এখন থেকে যাত্রীরা তাদের ভাড়া মেটাতে পারবে।তার ফলে টিকিট কাটতে গিয়ে খুচরো টাকা নিয়ে যে সমস্যা থাকে এখন থেকে তা অনেকটাই দূর হবে।
এদিন তিনি আরও বলেন, ইটিকেটিং ব্যবসার পাশাপাশি আজ ক্লিয়ার ট্রিপ প্রাইভেট লিমিটেড টি আর টি সি-র সমস্ত কাস্টমারদের ভ্রমণের জন্য এখন থেকে টিআরটিসি এর কাউন্টার থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ওড়ানের জন্য বিভিন্ন বিমান সংস্থার টিকিট কাটার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাস্তা অবরোধে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সকাল থেকে গন্ডাছড়া — আমবাসা রাস্তা অবরোধে বসলো জগবন্ধু পাড়া হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ স্কুলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট সৃষ্টি হয়ে আছে। বিশেষ করে প্রাতঃ বিভাগে দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুল। তাই তারা শিক্ষকের দাবিতে পথ অবরোধ করেছে এই দিন।এছাড়াও মিড ডে মিলের রান্নাঘর নির্মাণ করে দেওয়া এবং স্কুলের যাতায়াতের রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে এদিন তারা। ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, গন্ডাছড়া জগবন্ধু পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নেই। তাতে তাদের পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটছে।সামনেই ছাত্র ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। এতে করে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে। তাদের আরও অভিযোগ, বিদ্যলয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জতি।বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য পযার্প ঘরের ব্যবসা নেই। তাছাড়া, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জগবন্ধুপাড়া রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে।
সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করার পর অবশেষে ডিসিএম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মীরা অবরোধস্থলে ছুটে আসে। সেখানে গিয়ে অবরোধকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করেন মিড ডে মিল খাবারের জন্য রান্নাঘর তৈরি করে দেওয়া হবে এবং শিক্ষক সংকট সহ রাস্তার যে বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে সেই সমস্যাও সমাধান করা হবে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে অবশেষে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের ফলে আটকে পড়ে রাস্তায় দুই পাশে বহু যাত্রীবাহী গাড়ি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।